বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>288 >>15 Sharabon 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৮৮ >> << ১৫ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

পকিস্তানে জমিয়তের সভায় বিস্ফোরণ, মৃত ৪৪

খার ঃ উত্তরপশ্চিম পাকিস্তানে আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে জমিয়তের সভায় রোববার এই বিস্ফোরণ হয়। পাকিস্তানের সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, খার শহরে এই ঘটনা ঘটেছে। একসময় এই জায়গায় পাকিস্তান তালেবানের শক্ত ঘাঁটি ছিল। সেখানে জমিয়ত উলেমা ইসলামের জনসভায় শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয়। অন্ততপক্ষে ৪৪ জন মারা গেছেন। সরকারি মুখপাত্র বিলাল ফইজি জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। পুলিশের সন্দেহ, এটা আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদীর কাজ। বিস্ফোরণে অন্ততপক্ষে দুইশজন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনো পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। আফগান তালেবানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের ঘটনা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তারা এই ঘটনার তীব্র নিনদা করছেন। দুর্ঘটনাস্থলের ছবি ও ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, চারিদিকে দেহ ছড়িয়ে আছে। উদ্ধারকারীরা রক্তমাখা দেহ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত একজন জানিয়েছেন, তিনি বেশ কয়েকজন আহত মানুষের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। কোনোরকমে দাঁড়িয়ে তিনি বীভৎস ছবি দেখতে পাচ্ছেন। চারিদিকে দেহাংশ ছড়িয়ে আছে।

বাজার দর
SENSEX : 66527.67 +367.47
NIFTY : 19753.80 +107.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .31 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .18 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চলন্ত ট্রেনে কনস্টেবলের গুলিতে নিহত ৪

পালঘর ঃ মহারাষ্ট্রের পালঘর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি চলন্ত ট্রেনে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যের (আরপিএফ) গুলিতে একজন সহকারী সাবইন্সপেক্টরসহ (এএসআই) চারজন নিহত হয়েছে। সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। রেলওয়ের এক কর্মকর্তা এই খবর জানিয়েছেন। ঘটনার পর হামলাকারী আরপিএফ কনস্টেবল চেতন সিং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আটক করা হয়। আরপিএফএর পক্ষ থেকে বলা হয়, 'জয়পুরমুম্বাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের (১২৯৫৬) ভেতরে গুলি চালিয়ে এএসআইসহ চারজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ডিসিপি উত্তর জিআরপিকে জানানো হয়েছে।' কর্মকর্তারা জানায়, অভিযুক্ত চেতন সিং ভোর ৫টার দিকে তার অস্ত্র থেকে গুলি চালায়। এতে তার আরপিএফ সহকর্মী এবং এসকর্ট ডিউটির দায়িত্বে থাকা এএসআই টিকা রাম মীনা এবং ট্রেনে থাকা তিন যাত্রী নিহত হয়। তারা মুম্বাই থেকে জয়পুর যাচ্ছিল।' নিহত এএসআই টিকা রাম মীনা রাজস্থানের সওয়াই মাধোপুরের এবং অভিযুক্ত চেতন সিং উত্তরপ্রদেশের হাতরাসের বাসিন্দা।

টমেটো বেচেই ১ মাসে ৫ কোটি টাকা আয়

চিত্তুর ঃ কথায় আছে, কারো পৌষ মাস তো কারো সর্বনাশ। ভারতের সবজির যা দাম তাতে বাজারে পুরোদস্তুর আগুন লেগেছে যেন। তার মধ্যে টমেটোর কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। দামের কারণে টমেটো খাওয়াই তুলে দিতে হয়েছে। এ হাল শুধু যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তাও নয়। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এমনটাই হাল। কিন্তু হলে কী হবে! সবার সর্বনাশ তো আর নয়, কারো কারো পৌষমাসও বটে! সম্প্রতি এই 'সোনা'র মতো দামি টমেটো বেচেই কোটি টাকা আয় করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের এক চাষি। অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার বাসিন্দা মুরালির এই বিপুল লাভের অঙ্কই সম্প্রতি খবরের শিরোনামে এসেছে। বছর আটচল্লিশের মুরালি মাত্র দেড় মাস অর্থাৎ ৪৫ দিনের মধ্যেই চার কোটি রুপি কামিয়েছেন। তাও শুধুমাত্র টমেটো বেচেই। কারকামান্ডা গ্রামে একটি যৌথ পরিবারে বাস মুরালির। সেখানে তার ১২ একর জমিও রয়েছে। কিছু বছর আগে তিনি আরো ১০ একর জমি কিনেছেন। সম্প্রতি টমেটোর দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপুল অঙ্কের লাভ হয় তার। তবে এর জন্য কিছুটা কাঠখড়ও পোড়াতে হয় তাকে।

বিরোধপূর্ণ সীমান্তের সমাধান চায় ইরাক ও কুয়েত

বগদাদ ঃ ইরাক ও কুয়েত উপসাগরের বিরোধপূর্ণ সমুদ্রিক এলাকাসহ তাদের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য কাজ করবে। রোববার দেশ দু'টির দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা জানিয়েছেন। খবর এএফপি'র।

সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে ইরাক কুয়েত আক্রমণ করার পর ১৯৯৩ সালে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কার্যত স্থল ও সামুদ্রিক সীমানা জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছিল। ইরাকের কর্মকর্তারা কুয়েতের স্থল সীমান্তকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার কথা ব্যক্ত করলেও সামুদ্রিক সীমান্ত নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের বিষয়টি এখনো রয়ে গেছে। বাগদাদ জোরদিয়ে বলেছে যে এ সীমান্ত রেখাচিত্রটি উপসাগরীয় জলসীমায় তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদান করবে। এটি আবার তাদের অর্থনীতি এবং তেল রফতানির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা বিরোধের কারণে কুয়েতের উপকূলরক্ষীরা নিয়মিতভাবে ইরাকি জেলেদের আটক করে এবং 'অবৈধভাবে' কুয়েতের আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশ করায় তাদের জাহাজ জব্দ করে থাকে। রোববার বাগদাদে কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালেম আলসাবাহর সাথে সাক্ষাতের পর ইরাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুয়াদ হোসেন বলেন, তাদের মধ্যে আলোচনার সময় দুই দেশের 'সীমান্ত সমস্যা সমাধানের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়।' তিনি আরো বলেন, 'বিভিন্ন কারিগরি কমিটির মাধ্যমে এ সীমান্ত আলোচনা চলবে।'

বাগদাদ আগামী ১৪ আগস্ট এ আলোচনা সংক্রান্ত একটি আইনি কমিটির বৈঠকের আয়োজন করবে। এদিকে সাবাহ বলেন, দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে, বিশেষ করে সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণে দেশ দু'টি 'সম্পূর্ণ একমত।'

রোববার সাবাহ ইরাকের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মাদ আলহালবুসির সাথেও সাক্ষাৎ করেন। কুয়েতের সরকারি বার্তা সংস্থা কুনা পরিবেশিত খবরে বলা হয়, সাবাহ এবং হালবুসি দুই দেশের সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করেন।

২০২১ সালে বাগদাদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের চূড়ান্ত অর্থ হিসেবে প্রতিবেশী দেশ কুয়েতকে পাঁচ হাজার দুই শ' কোটি ডলারের বেশি প্রদান করে।

সাদ্দাম হোসেনের বাহিনী ১৯৯০ সালের আগস্টে তেল সমৃদ্ধ দেশ কুয়েত দখল করে। এর সাত মাস পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক জোট দেশটিকে দখল মুক্ত করে।

সংকট সত্ত্বেও ইইউ রোহিঙ্গাদের ভুলে যায়নি ঃ ইমন গিলমোর

প্যারিস ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোর বলেছেন যে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আরো কী কী করা দরকার, সে বিষয়ে তারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, সংকট সত্ত্বেও ইইউ রোহিঙ্গাদের ভুলে যায়নি। বিশেষত, এই বছরে তাদের (রোহিঙ্গাদের) খাবার বরাদ্দ কমানোর বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে।

গিলমোর সম্প্রতি বাংলাদেশে পাঁচ দিনের সফর শেষে ফিরে গেছেন। ইউএনবিকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিষয়টির সমাধান করতে হবে এবং মিয়ানমারেই এর সমাধান করতে হবে। এই সংকটের সমাধান হতেই হবে। তাই এমন পরিস্থিতি তৈরি করা দরকার যাতে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সসম্মানে নিজ দেশে ফিরতে পারেন।

ইমন গিলমোর বলেছেন, আন্তর্জাতিক দাতাদের অর্থায়ন কমায়, কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য খাবার বরাদ্দ প্রথমে ১২ ডলার থেকে ১০ ডলার (প্রতি মাসে জনপ্রতি) এবং পরবর্তী সময়ে ৮ ডলার করা হয়েছে। তিনি কক্সবাজারে একটি পুরো দিন কাটান। এসময় তিনি ৬ বছর আগে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা শোনেন। গিলমোর চার বছর আগেও রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছিলেন। এবারের সফরে তিনি রোহিঙ্গাদের আশ্বস্ত করেছেন, বিশ্বজুড়ে বর্তমান সংকট সত্ত্বেও ইইউ রোহিঙ্গাদের ভুলে যায়নি। তিনি বাংলাদেশ সরকার ও শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) অফিসের প্রশংসা করেন। বলেন, আমরা প্রতিবেশী ও আসিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে মিলে কাজ করছি। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ইইউ বিশেষ প্রতিনিধি জানান, তারা (রোহিঙ্গা) আরো বেশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় এবং তা করার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করতেও তারা খুব আগ্রহী।

প্রবল বর্ষণে চীনের উত্তরাঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোককে সরিয়ে নেয়া হয়েছে

বেইজিং ঃ প্রবল বর্ষণের ফলে চীনের রাজধানী বেইজিংসহ উত্তরাঞ্চলের আরো একটি শহরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় 'ডকসুরি' শুক্রবার থেকে চীনের উত্তরাঞ্চল জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। এটি টাইফুন হিসেবে ফিলিপাইনে আঘাত হানার পর দক্ষিণাঞ্চীয় ফুজিয়ান প্রদেশে প্রবেশ করে। বেইজিংসহ এর আশপাশের এলাকায় প্রবল বৃষ্টির ফলে কর্মকর্তারা বন্যা, ভূমিধস, নদীর জল উপচে পড়াসহ কাদাধসের মতো সম্ভাব্য বিপদজনক পরিস্থিতির বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

দেশটির সরকারি সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়েছে, বেইজিংয়ের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে ২৭ হাজার এবং প্রতিবেশী হেবেই প্রদেশের রাজধানী শিজিয়াজুয়াং থেকে ২০ হাজার লোককে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এদিকে বেইজিংসহ চীনের উত্তরাঞ্চলের লাখ লাখ লোক সর্বোচ্চ সতর্কতা রেড এলার্টের মধ্যে রয়েছে। অন্তত সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। রোববার বেইজিংয়ের বাসিন্দাদের নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ২০১১ সালের পর এ প্রথম এ ধরনের সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দেশটিতে ২০২১ সালের প্রবল বন্যার পর থেকে কর্তৃপক্ষ তীব্র বর্ষণের বিষয়ে সতর্ক রয়েছে। মধ্য চীনের ওই বন্যায় তিন শ'র বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

সম্পর্ক

কিসওয়া তিন মাস পর ফিরে যাবেন চীনে

চীনা তরুণী ফেং এখন পাকিস্তানি কিসওয়া, বিয়ে করলেন জাভেদকে

বেইজিং ঃ কয়েকদিন আগে ভারতীয় তরুণী অঞ্জু পাকিস্তানে গিয়ে হয়েছিলেন ফাতিমা। এবার তাকে অনুসরণ করলেন এক চীনা তরুণী। তিনি পাকিস্তানে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং বিয়ে করেছেন জাভেদ নামে এক যুবককে।

শুক্রবার ভারতীয় একটি গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পত্রিকাটি জানায়, চীনা ওই তরুণী প্রেমিক জাভেদকে বিয়ে করতে চলে এসেছেন পাকরাজ্য খাইবারপাখতুনখোয়ায়।

ওই তরুণীর পূর্বের নাম গাও ফেং। ২১ বছর বয়সী ফেং ৩ মাসের ভিসা নিয়ে চীন থেকে পাকিস্তান এসেছেন। তার স্বামী জাভেদের বয়স তার চেয়েও কম মানে মাত্র ১৮। সূত্র জানায়, আফগান সীমান্তে বাজাউর জেলার যুবক জাভেদের সাথে নওমুসলিম কিসওয়ার পরিচয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম স্ন্যাপচ্যাটে। সেখান থেকেই তাদের পরস্পরে মন দেয়ানেয়া। অবশেষে প্রায় ৩ বছরের সম্পর্ক সীমান্ত ভেদ করে পরিণয় পর্যন্ত গড়ালো।

জাভেদ কিসওয়ার বিয়ে হয়েছে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার। তবে তারা এখনই সংসার শুরু করবেন না। কিসওয়া তিন মাস পর ফিরে যাবেন চীনে। কারণ, জাভেদ এখনো শিক্ষার্থী। বছরখানেক পরে পড়াশোনা শেষ করে জাভেদই যাবেন চীনে, কিসওয়ার কাছে এবং সেখানেই সংসার গোছাবেন এই নবদম্পতি।

অকাস চুক্তিতে নিউজিল্যান্ডকে চায় যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা চুক্তি 'অকাস'এ নিউজিল্যান্ডকেও নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। অকাস চুক্তির পরিধি বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। নিউজিল্যান্ডে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন বলেছেন, ওয়েলিংটনের জন্যও অকাসের দরজা খোলা আছে। অন্যরাও চাইলে এতে সামিল হতে পারে। ব্লিংকেন বলেছেন, 'আমরা দীর্ঘ দিন ধরে নিউজিল্যান্ডের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছি। আমরা অকাস তৈরি করেছি। সেখানে নিউজিল্যান্ডের জন্যও দরজা খোলা।' নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হপকিনস বুধবার বলেছেন, 'অকাস নিয়ে আমরা আলোচনার দরজা খুলে রেখেছি।' নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ড পরমাণুমুক্ত বিশ্ব চায়। আমরা আমাদের এই অবস্থান বদলাব না। আমরা পরমাণু সাবমেরিনমুক্ত প্রশান্ত মহাসাগর চাই। অকাস হলো ২০৩০এর শেষে বা ২০৪০এর শুরুর দিকে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার নতুন উচ্চপ্রযুক্তির সাবমেরিন তৈরি ও মোতায়েনের পরিকল্পনা। এই উন্নত প্রযুক্তি দেবে যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাবমেরিন অস্ট্রেলিয়ায় মোতায়েন করা হবে। অস্ট্রেলিয়ার নৌবাহিনীর কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডই হলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বন্ধু দেশ। কিন্তু অকাস নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ আছে।

দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বিদ্যুৎহীন, দিন দিন কেরোসিনের মূল্য আকাশ ছুঁচ্ছে, তাই বলে কি পড়াশোনা হবে না? ঠিক যেমন টা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর পড়েছেন ল্যাম্পপোস্ট এর আলোই, তেমনি জলপাইগুড়িতে দুস্থ পরিবারের খুদেকে দেখা যাচ্ছে পেট্রোলপাম্পের লাইটের আলোয় পড়াশোনা করছেন

জলপাইগুড়ি ঃ বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, কেরোসিন কিনতেও হিমসিম খেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে অন্ধকারে ডুবে থাকে পরিবার। তবে ছেলে ও মেয়ে পড়াশুনা করবে কি করে? সেই চিন্তায় ডুবে থাকতো চরম দুঃখ কষ্টে থাকা বাবা মা। তবে ছেলে মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশে পেট্রল পাম্পের লাইটের আলোতেই খোলা আকাশের নিচে একেকোনে বসে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন দুই খুদে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাহাড়পুর মোড় সংলগ্ন বালাপাড়া জাতীয় সড়কের পাশে পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকার দৃশ্য। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর এভাবে পড়াশোনা করে বেশ কয়েক বছর ধরে। পরিবারের বড় ছেলে বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণী থেকেই এভাবে পড়াশোনা করে চলেছে। তার বোনও প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে কয়েক মাস হলো। তারও দাদার সঙ্গে পেট্রোল পাম্পেই হাতে খড়ি হচ্ছে। জানা গেছে স্বামী স্ত্রী ও তিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে খুব দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলছে সংসার। আগে বিদ্যুৎ ছিল বাড়িতে। দুস্থ পরিবারের কর্তা আপন তন্ত্রের দাবি তার পিতা অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল মেটাতে না পারায় আত্মহত্যা করেছিলেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে অতিরিক্ত ভুয়ো বিল পাঠানো হয় বলে অভিযোগ আপন তন্ত্রের। আপন তন্ত্রের বাবা নীরেন তন্ত্রকে অতিরিক্ত বিল পাঠানোয় বিল মেটাতে পারেনি। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিগত প্রায় ১০ বছর আগে বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে পুলিশে অভিযোগ জানানো হলে আপন তন্ত্রের পিতা নীরেন তন্ত্র আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় বলো অভিযোগ। তারপর থেকেই দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর কুপির আলোতেই শুধুমাত্র রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া। সামান্য দিনমজুর আপন তন্ত্রের এক ছেলে ও দুই মেয়েকে পড়াশোনা করানোর জন্য বাড়িতে আলো না থাকার অভাবে রাস্তার ধারে পেট্রোল পাম্পের আলোয় আপন তন্ত্রের স্ত্রী সুধা তন্ত্র ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা পড়াশোনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এই দৃশ্য হঠাৎই নজরে আসে সদ্য পঞ্চায়েত ভোটে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থী বাবলু বসাকের। তিনিও এ ধরনের ঘটনায় হতবাক। সাথে সাথে এই পরিবারটির সাথে কথা বলে পুনরায় বিদ্যুৎ কানেকশন সহ সমস্ত রকমের সাহায্য সহ পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তবে প্রশ্ন একটাই, এই সময় দাঁড়িয়ে এখনও রাস্তার আলোয় পড়াশোনা করতে হয়। সদ্য পঞ্চায়েত ভোট সমাপ্তি হলো। এত বছর ধরে কারো চোখে পড়লো না এ দৃশ্য। প্রশাসন, পঞ্চায়েত বা প্রধান কোনভাবে কি এই পরিবারটির খোঁজখবর নিয়ে পাশে দাঁড়াতে পারত না? যদি ওই বিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বেনুরঞ্জন সরকার জানান, এই সময় দাঁড়িয়ে এ ধরনের ঘটনা কোন ভাবেই কাম্য নয়। যদিও এই পরিবারের তরফে আমাদের জানানো হয়নি, জানানো হলে আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতাম। আপনাদের কাছ থেকে জানলাম খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করব ও

নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ এবিভিপির

কোচবিহার ঃ নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে এবিভিপির পক্ষ থেকে পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এবিভিপির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পুলিশ সুপারের অফিস চত্বরে। এবিভিপির সমর্থকরা পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে পৌঁছালে বিশাল পুলিশ বাহিনী তাদের আটকে দেয়। সেখানেই অবস্থানে বসে পড়ে এবিভিপির সমর্থকরা। এবিভিপির সমর্থকরা দুপুর দুটো পর্যন্ত পুলিশ সুপারকে সময়সীমা বেঁধে দেয় দেখা করার জন্য। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি আন্দোলনকারীরা। অবশেষে তাদের স্মারকলিপি পুড়িয়ে সেখানে প্রতিবাদ জানায় এবিভিপির সদস্যরা।

মজুত বালি পাথর তোলা নিয়ে সমস্যা, সভাধিপতির বাড়ির সামনে বিক্ষোভ ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের

শিলিগুড়ি ঃ মজুত বালি পাথর তোলার নির্দেশ থাকার পরেও বাধা দিচ্ছে প্রশাসন। মজুত বালি পাথর তোলা ও নিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবিতে বৃহস্পতিবার নকশালবাড়িতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো নকশালবাড়ি ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন। এদিন সভাধিপতির বাড়ির সামনে ট্রাক্টর রেখে বিক্ষোভ দেখান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পিযুষ চক্রবর্তী জানান, ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মজুত বালি পাথর তোলার নির্দেশ থাকার পরেও পুলিশ বাধা দিচ্ছে।দ্রুত সমস্যার সমাধান করুক সভাধিপতি।এই দাবিতেই আমাদের বিক্ষোভ।এছাড়াও এদিন সভাধিপতির সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। এই বিষয়ে সভাধিপতি জানান, এই সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো।

কিশোরীকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় ছাত্র ধর্মঘট

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নাবালিকার ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কাজ কোচবিহার জেলা জুড়ে পালিত হচ্ছে ছাত্র ধর্মঘট।এসএফআই এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসও এর পক্ষ থেকে আজ ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এদিন সকাল থেকেই সংগঠনের তরফে কোচবিহারের স্কুলগুলোর সামনে পিকেটিং শুরু করেছে। প্রবেশপথে দলীয় পতাকা ও পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়।আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়, তৃণমূল ও বিজেপির শাসনে কোনও মহিলাই সুরক্ষিত নয়। দিন দিন ধর্ষণ, খুন বেড়েই চলেছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এই ছাত্র ধর্মঘট করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত ১৮ই জুলাই কোচবিহারের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ১৪ বছরের একটি কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। সে স্থানীয় শাহজাহান হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। বুধবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ওই কিশোরীর মৃত্যু হয়। ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সমস্ত স্কুলকলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য এসএফআই এবং ডিএসওর তরফে বুধবারই মাইকে করে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করা হয়। তাঁরা মিছিলও করে। এরপর এদিন সকাল থেকেই ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে তাঁদের পথে দেখা যায়।

কোচবিহারে ছাত্র ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল, প্রায় সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল

কোচবিহার ঃ ছাত্র ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়লো দিনহাটায়। অধিকাংশ স্কুলই রইল বনধ। ধর্মঘটে খুললো না দিনহাটার একাধিক স্কুল। দিনহাটা হাই স্কুল, দিনহাটা গার্লস হাই স্কুলের গেটে ঝুলানো এসএফআইয, ডি ওয়াই এফ আই এর পতাকা। দিনহাটা হাই স্কুলের সামনে তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব এসে ধর্মঘট সমর্থনকারী ছাত্র সংগঠন গুলির পতাকা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপরেই দুই পক্ষ আলোচনা করলে সমস্যা মিটে যায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা আমির আলম বলেন আমরাও চাই অভিযুক্তরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক তবে এটা নিয়ে কোন রাজনীতি যেন না হয়। অপরদিকে এসএফআই নেতৃত্ব বলে আমরা রাজনীতির উর্ধ্বে তাই সাংগঠনিকভাবে এদের শাস্তি শুধু নয় ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই এ ধরনের ঘটনার যেন আর বলি না হয় কেউ।

সব মিলিয়ে এদিন ধর্মঘটকে ঘিরে দিনহাটার বিভিন্ন স্কুলে ধর্মঘট সমর্থন কারীদের প্রিকেটিং লক্ষ্য করা যায়। পরে পুলিশ এসে অবশ্য ধীরে ধীরে বেলা সোয়া এগারোটা নাগাদ আন্দোলনকারীদের সকলকে সরিয়ে দেয়।

বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সহ শিলিগুড়ির বিরোধী কাউন্সিলররা এডিআরএম এর সাথে দেখা করে আন্ডারপাস সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ নুতন আন্ডারপাস তৈরী, বর্ষায় আন্ডারপাসে জমে থাকা জল ও রেলের জমির ওপর বাস স্টেড তৈরী সহ একাধিক বিষয় নিয়ে ADRM এর সঙ্গে আলোচনা সারলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।

শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী কাউন্সিলর সহ বিরধীদলনেতা অমিত জৈন নিউ জলপাইগুড়ির **ADRM** কার্যালয়ে গিয়ে ADRM সঞ্জয় চিলওয়রওয়ার সঙ্গে দেখা করে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন NBSTC এর পরিত্যক্ত জমিতে বেসরকারি বাস স্টেড তৈরীর করতে গিয়ে রেলের তরফ থেকে দখলের অভিযোগ ওঠে।ঐ বিষয় নিয়ে আজ শংকরবাবু আলোচনা করে যানতে পারে ওটা কোন রেলের থেকে দখল করা হয়নি।এছাড়াও বাগরাকোর্ট লেবেল ক্রসিন আলোচনা হয়।শংকরবাবু জানান সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবে শোনেন কক্তঙ্গ্ব সাহেব।শিলিগুড়ি অঞ্চলে বেশ কিছু আন্ডারপাস রয়েছে,সেই আন্ডারপাসে বৃষ্টির জল জমে থাকতে দেখা যায়।এর ফলে মশা বাহি রোগের উপদ্রব বাড়তে পারে।তাই এই বিষয় গুলো যত্ন সহকারে দেব খবার অনুরোধ জানান ।

চেয়ারম্যানহীন সিউড়ি পৌরসভা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ একত্রিশে জুলাই সোমবার সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন প্রনব কর । পাশাপাশি ছাড়লেন পনেরো নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদও । দুপুরে সিউড়ি মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রনব কর । সিউড়ি পৌরসভা বর্তমানে তৃনমূলের দখলে । পারিবারিক সমস্যা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগের কথা মুখে বললেও মহকুমাশাসককে দেওয়া পদত্যাগপত্রে প্রনব কর লেখেন, আমি ডাইবেটিস রোগে আক্রান্ত চিকিৎসক ছয়মাস বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন । সিউড়ি পৌরসভা চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে । সিউড়ি বিধায়ক তহবিল থেকে সাহায্য করা হয় নি । বারবার বলা সত্ত্বেও সিউড়ির বিধায়ক অসহযোগিতা করেছেন । এই অবস্থায় আমার পক্ষে চেয়ারম্যানের পদে থেকে পৌরসভা চালানো কষ্টকর হয়ে গিয়েছে । তারপর তড়িঘড়ি কাউন্সিলরদের নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে বসেন সিউড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ । প্রনব কর ছাড়া বাকি কুড়িজন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিল । নয়নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা দলীয় কর্মী কাউন্সিলর । দল বসে সিদ্ধান্ত নেবে । চেয়ারম্যান পদত্যাগ প্রসঙ্গে জেলার একমাত্র বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, সিউড়ি পৌরসভায় ব্যাপক দুনীতি হয়েছে সেটার সঙ্গে উনি জড়িত তাই তড়িঘড়ি পদত্যাগ । পৌরসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষদের ভোট দিতে দেয় নি । মানুষ জাগছে তৃনমূলকে দ্রুত ছুড়ে ফেলে দেবে । সিউড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ বলেন, মহকুমাশাসক অফিস থেকে আমাদের অফিসে কোনো চিঠি আসে নি তাই সরকারিভাবে চেয়ারম্যানের পদত্যাগের কথা বলতে পারছি না । ভাইস চেয়ারম্যান পদে পদত্যাগের বিষয়ে বিদ্যাসাগর বলেন, দল বললে নিশ্চয়ই করবো । দল বললে কাউন্সিলর পদও ছেড়ে দেবো । কাউন্সিলরহীন পনেরোনং ওয়ার্ড প্রসঙ্গে উপপৌরপতি বিদ্যাসাগর সাউ বলেন, বিস্তারিত আলোচনা হয় নি । দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত হবে । চেয়ারম্যান পদে কোন কাউন্সিলর বসবে - এখন সেইদিকেই তাকিয়ে সিউড়ি শহরের বাসিন্দারা ।

প্রখর তাপদাহ নেই বর্ষা। যার জেরে ভুগছে কৃষকেরা মালদহের হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লক জুরে ভুক্তভুগি কৃষকেরা

মালদাঃ প্রখর তাপদাহ নেই বর্ষা। যার জেরে ভুগছে কৃষকেরা মালদহের হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লক জুরে ভুক্তভুগি কৃষকেরা এদিন বৃহস্পতিবার এমনি ছবি ধরা পরলো হবিবপুর, বামনগোলা সহ বিভিন্ন জায়গায় কৃষকেরা জলে জন্য ধান চাষ করতে সমস্যার মধ্যে পড়ছে। যে সব এলাকায় সাবমার্শাল রয়েছে সেই সব জায়গায় কিছু ধান লাগানো গেলেও জলের জন্য এখন ধানের চাড়া শুকিয়ে গেছে। যে সব জায়গায় সাব মার্শবেল নেই সেই জদয়গায় রয়েছে এখন ঠিক ভাবে ধান চাষ করতে পারেনি এখন কৃষকেরা তাকিয়ে রয়েছে আকাশে দিকে কবে নামবে বর্ষা।এই ধানের উপর নির্ভর করে কৃষকেরা সারা বছর সংসার চলে আর এই বছরই বৃষ্টি জলের দেখা নেই চিন্তায় পরেছে হবিবপুর বামনগোলা ব্লকের কৃষকেরা।জলের জন্য মাটি ফেটে হা হয়ে রয়েছে ধানের চারা রোপণ করার পরে জল দরকার হয় সেই জল না পেলে ধানের চারা বাচানো অসম্ভব।

মালদা জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

মালদা ঃ জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলা শাসক শম্পা হাজরা, জেলা শিল্প কেন্দ্রের আধিকারিক মানবেন্দ্র মন্ডল, মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেঃট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা শিল্পদ্যোগী উজ্জ্বল সাহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দ এবং জেলার বিশিষ্ট শিল্পদ্যোগীরা। জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণের কথা আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে। তার পাশাপাশি শিল্পদ্যোগীদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সমস্যার কোথাও তুলে ধরা হয় বৈঠকে। এই বিষয়ে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ জেলা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে জেলা শাসকের কাছে আমরা বেশ কিছু আবেদন রেখেছি। যাতে মালদা জেলার অর্থনীতি আরও উন্নতি ঘটে। মাননীয় জেলা শাসক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।

‘গোটা রাজ্যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস করছে তৃণমূল কংগ্রেস’ ঃরাহুল সিনহা

শিলিগুড়ি ঃ গোটা রাজ্যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও পুলিশকে নিয়ে একসঙ্গে রাজনীতি করছে শাসক দল।আর তাতে বাংলার সংস্কৃতিকে নোংরা জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। শিলিগুড়িতে এমনভাবেই তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা।ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কোচবিহার থেকে বৃহস্পতিবার কলকাতা ফিরছিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। তার আগে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা।তিনি জানান, ভোটের পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে পুলিশের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ ছিল তা করা হয়নি। পুলিশ কোন কথা কর্ণপাত করছে না। পুলিশ আর তৃণমূল কংগ্রেস একসঙ্গে রাজনীতি করছে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাপতির নাম উঠে এসেছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি কবিতা বর্মনের নাম বুধবারে কমিশনের হাইকোর্টে জমা দেওয়া ৯০৭ জনের তালিকায়। তালিকায় ৩০০ নম্বরে নাম আছে তার। পরীক্ষায় ৫৫ র মধ্যে ৫৩ পেয়েছেন, আর পুরোটাই দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ।

যদিও কবিতা বর্মনের দাবী, তিনি কোনও দুর্নিতী করেননি। তিনি স্বচ্ছ ভাবেই পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। তবে তালিকায় ৩০০ নাম্বারে যে তার নাম আছে সেটা তিনি জানেন বলেও জানিয়েছেন।

তবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক তৃনমুল কংগ্রেসের নেতা নেত্রীর নাম জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনায় উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি কবিতা বর্মনের নাম থাকাটা যা তৃনমুল কংগ্রেসের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছে তা বলাই বাহুল্য।

বিজয় মিছিলে মাতল তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা

আলিপুরদুয়ার ঃ বিজয় মিছিলে মাতল তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃনমূলের উদ্যোগে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৬৪ নম্বর বুথে বিজয় মিছিলের আযাজেন করা হয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে সবুজ আবির গায়ে মেখে উল্লাসে মেতে উঠেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা।

রহস্যজনকভাবে দীঘি থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

মালদা ঃ রহস্যজনকভাবে দীঘি থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে গাজোল থানার পুলিশ। জানা যাচ্ছে মৃত ব্যক্তির নাম সুকেশ মন্ডল,বয়স ৫৯, বাড়ি ঘনশাহার এলাকায়। কিভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা গাজোল থানার অন্তর্গত মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দাহার এলাকার চান্দাহার দীঘিতে। মৃত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে গতকাল বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই ব্যক্তি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও মেলেনি খোঁজ। আজ সকাল নাগাদ এলাকার সাধারণ মানুষ ওই ব্যক্তির দেহ ওই দীঘিতে ভাসতে দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারকে। এলাকাবাসীর কাছে খবর পেয়ে ছুটে আসে তার পরিবারের সদস্যরা। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হলো মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ভাঙ্গন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরকে স্মারকলিপি প্রদান করা হলো

মালদা ঃ ভাঙ্গন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরকে স্মারকলিপি প্রদান করা হলো। আজ হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে ইসলামপুর অঞ্চলের ভাঙ্গন প্রবন এলাকা রশিদপুর ভাকুরিয়া, কাউয়াডোলসহ একাধিক এলাকার বাসিন্দারা আজ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে দাবি তোলেন শীঘ্রই ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে। না হলে তারা বৃহত্তম আন্দোলনের সামিল হবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে ফুলহর নদীতে ব্যাপক ভাঙ্গনের জেরে নদীর ওপারে থাকা ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী পোলটি জলের তলায় চলে যায়। তারপর থেকে নদীর উপরে থাকা ইসলামপুর অঞ্চলের সাতটি গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। এগারো দিন ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। এদিন এলাকার তৃণমূল নেতা অবনী সাহার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। অবনী বাবু বলেন আমরা আজ ভালুকা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের দাবি তুলে ধরলাম। দীর্ঘ ১১ দিন ধরে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। আমরা চাই অবিলম্বে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা হোক। না হলে আমরা আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব।

মূহর্ষ এক রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন পুলিশ আধিকারিক

মালদাঃ এবারে মানবিকতার পরিচয় দিল এক পুলিশ কর্তা। মূহর্ষ এক রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন পুলিশ আধিকারিক। মালদা জেলার মানিকচক থানার মথুরাপুরের লক্ষ্মী রানী সিংহ বয়স(৬৩) নামে এক বৃদ্ধা শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পরিবারের কাছ থেকে জানা যায় তার শরীরের রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেকটাই কমে গেছে। ওই বৃদ্ধার ছেলে রক্ত জোগাড় করতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সকাল থেকে বহুবার ঘোরাফেরা করছিলেন। কিন্তু মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে রক্তের ভার প্রায় শূন্যের মুখে।। তাই বৃদ্ধার ছেলে রক্ত জোগাড় করতে পারছেন না মায়ের জন্য। এই খবর মালদা ইংরেজ বাজার থানার এসআই সুজিত কুমার চৌধুরীর কাছে ফোন মারফত পৌঁছায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই বৃদ্ধার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছুটে আসেন নিজের ডিউটি ছেড়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। রোগীর ছেলের কাছ থেকে সমস্ত বিষয় শুনেন ওই পুলিশকর্তা। এরপর তড়িঘড়ি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে পৌঁছান বৃদ্ধার ছেলেকে নিয়ে। সেখানেই ব্লাড দেন ওই পুলিশকর্তা। পুলিশের এই মহৎ কাজকে দেখে খুশি বৃদ্ধার ছেলে উজ্জল সিংহ। উজ্জ্বল বাবু জানান মায়ের রক্তের যোগান দিতে সকাল থেকেই তিনি বহুবার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘোরাফেরা করছিলেন কিছুতেই তার মায়ের রক্ত তিনি জোগাড় করতে পারছিলেন না। কোন মারফত তিনি ওই পুলিশ আধিকারিক এর খবর পান। এরপর তিনি ফোনে যোগাযোগ করেন ওই পুলিশ কর্তার সাথে। তার ফোনেই ছুটি আসেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং তিনি মায়ের রক্তের ও পজেটিভ রক্ত জোগাড় করেন পুলিশকর্তার কাছ থেকে। তিনি আরো জানান যে পুলিশকে দেখে সকলেই ভয় করে আমিও ভয় করি কিন্তু পুলিশ এইভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে এবং আমার মাকে একটি নতুন জীবন ফিরিয়ে দেবে স্বপ্নেও ভাবতেই পারিনি। তাই তিনি পুলিশ কর্তা কে ধন্যবাদ জানান।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ১০ নং ওয়ার্ডের সূর্যসেন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় মহানন্দা নদীর ধারে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত বড়বড় গাছ গুলিকে পুনঃস্থাপন সহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব সহ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং মেয়র পারিষদেরা।রাস্তা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে অনেক সময়ই প্রচুর বড়বড় গাছ কাটা যায়। নতুন গাছ লাগালেও তা বড় হতো অনেক বছর পেরিয়ে যায়। এদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে গাছ নিধন একটা বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু রাস্তা তৈরী করতে বা সরকারি কোনো প্রকল্পের জন্য সবচেয়ে বড় বলিদান দিতে হয় গাছকে। সেই বড় বড় গাছ গুলিকে নিধন না করে পুনঃস্থাপন করে বাচিয়ে তুলতে পারলে সেটা হবে বড় পাওনা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

লেবাননে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে সংঘর্ষে ৫ জন নিহত

লেবানন ঃ দক্ষিণের বন্দর শহর সিডনের কাছে লেবাননের বৃহত্তম ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে রবিবার সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত এবং সাতজন আহত হয়েছে বলে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কর্মকর্তারা, বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, এক অজ্ঞাত বন্দুকধারী ইসলামপন্থী জঙ্গি মাহমুদ খলিলকে হত্যা করার চেষ্টা করার পর, ব্যর্থ হয়ে তার এক সঙ্গীকে হত্যা করলে, লড়াই শুরু হয়।

আরেক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা এপিকে জানিয়েছেন, পরে, ইসলামপন্থী জঙ্গিরা ফাতাহ গ্রুপের একজন ফিলিস্তিনি সামরিক জেনারেল এবং তার তিন দেহরক্ষীকে হত্যা করে।

লেবাননের রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। সকালে কয়েক ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ বন্ধ ছিল, যদিও রাষ্ট্রীয় মিডিয়া জানিয়েছে, এখনও বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলছে। কিন্তু ফিলিস্তিনি জেনারেল ও তার দেহরক্ষীদের হত্যার পর আবারও সংঘর্ষ শুরু হয়।

লেবাননের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, একটি মর্টার শেল ক্যাম্পের বাইরে একটি সামরিক ব্যারাকে পড়ে। এতে একজন সৈনিক আহত হয়েছে, তবে তার অবস্থা স্থিতিশীল।

এইন এলহিলওয়েহ তার অনাচারের জন্য বেশ কুখ্যাত এবং সহিংসতা সেখানে প্রায়ই ঘটে। জাতিসংঘ বলেছে, ওখানে প্রায় ৫৫,০০০ লোকের বসতি রয়েছে।

এটি ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় ইসরাইলি বাহিনীর দ্বারা বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পবিত্র কুরআন অবমাননা নিয়ে বাংলাদেশ সুইডেনের আলোচনা

ঢাকা ঃ সাম্প্রতিক সময়ে সুইডেনে পবিত্র কুরআনের কপি পুড়িয়ে ফেলার পুনরাবৃত্তির ঘটনায় বাংলাদেশের গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন। রবিবার সুইডেনের প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপের সময় এ উদ্বেগের কথা জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি এই বিষয়ে সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোবিয়াস বিলস্ট্রোমের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করেছেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে,পবিত্র কুরআনের অবমাননা ও পুড়িয়ে ফেলার মতো ঘটনার প্রতি বাংলাদেশ তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বলে জানান ড. মোমেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে এ ধরনের অযৌক্তিক উস্কানি বন্ধ করার জন্য, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বাংলাদেশের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি। সুইডেনকে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু উল্লেখ করে আব্দুল মোমেন আশা প্রকাশ করেন, সুইডেনে এ ধরনের কাজ আর হবে না। সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যেকোনো ইসলামবিরোধী কাজের নিন্দা জানায় সুইডেনের সরকার। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের অবমাননা একটি আপত্তিকর ও অসম্মানজনক কাজ। সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, সুইডেনের সরকারি সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী, পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভের অনুমতি দেয়। তবে, পবিত্র কুরআন বা অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়ানোর অনুমতি দেয়া হয় না। টোবিয়াস বিলস্ট্রোম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ধর্মের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বিক্ষোভের স্বাধীনতা সুইডেনের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। ধর্মের পবিত্র মূল্যবোধের অবমাননা করা স্বাধীনতার অপব্যবহার। তিনি আরো জানান, সুইডেনের বিচারমন্ত্রী সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে পাবলিক অর্ডার অ্যাক্টের একটি বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন,

বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ, যেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন ও পালন করে। সুইডেনের কর্তৃপক্ষ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন পরিচালনা করবে। তিনি সুইডেনকে নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করেন।

থাইল্যান্ডের গুদামে আতশবাজি বিস্ফোরণে নিহত ১২

নারাথিওয়াত ঃ থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে একটি গুদামে রাখা আতশবাজি বিস্ফোরণে ১২ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন।

নারাথিওয়াতের গভর্নর সানান ফনগাকসোর্ন জানিয়েছেন, মালয়েশিয়া সীমান্তবর্তী দক্ষিণাঞ্চলীয় নারাথিওয়াত প্রদেশের সুনগাই কোলক জেলার মুনো মার্কেটের অননুমোদিত গুদামে শনিবার আতশবাজির এই আগুন লাগে। সানন বলেন, ১০ জনের মৃত্যুসহ অজ্ঞাত পরিচয় আরও দুই ব্যক্তির দেহাবশেষ ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

বিস্ফোরণে গুদামের আশেপাশের ২০০ টিরও বেশি বাড়ি এবং প্রায় ৩৬৫ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সানান জানান, বেশ কয়েকটি পরিবার তাদের আত্মীয়দের বাড়িতে চলে যাওয়ার পর, প্রায় ১৯ জন এখনও একটি আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছেন।

তিনি আরও জানান, ১২১ জন আহত হয়েছেন, দু'জনের অবস্থা গুরুতর। ১ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে গুদামে ওয়েল্ডিং ত্রুটির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকার মারুতি ভ্যান উল্টিয়ে গুরুতর জখম হলো চালকসহ দুইজন

মালদা ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকার মারুতি ভ্যান উল্টিয়ে গুরুতর জখম হলো চালকসহ দুইজন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে। বুধবার সকালে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার কল্লাভিটা এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করার পাশাপাশি দুমড়ে মুচরে যাওয়া চার চাকার মারুতি ভ্যানটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন এলাকায় । ওই এলাকা থেকে একটি চার চাকার মারুতি ভ্যান নিয়ে চালক এবং যাত্রীরা মালদায় আসছিলেন রোগী দেখতে। কিন্তু গাজোলের কল্লাভিটা এলাকায় ওই চার চাকার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে রেলিং -এ ধাক্কা মারে, আর তাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে

শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

শিলিগুড়ি ঃ শহরের যানজট সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবহন নগরে স্থানান্তরিত করা হবে জংশনের বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড। জানালেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। বুধবার পরিবহননগরে সেই বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন সৌরভ চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন এসজেডিএর ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ দুগগর, বোর্ড মেম্বার রঞ্জন শীল শর্মা, গৌতম গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। পরিবহন নগরে পাঁচ একর জমিতে ২ কোটি টাকা খরচ করে ওই বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ করা হবে বলে জানান এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে কচিকাঁচা পড়ুয়াদের স্মার্ট ক্লাস চালু

মালদা ঃ একটা সময় স্কুলের পঠনপাঠনের নানান উদাহরণ তুলে ধরা হতো ব্ল্যাকবোর্ডে । সেই সময় ব্যবহৃত হতো, চক এবং ডাস্টার। কিন্তু যুগের সাথে সময় বদলেছে। আর সেই আধুনিক সময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে কচিকাঁচা পড়ুয়াদের স্মার্ট ক্লাস চালুর উদ্যোগ নিল পুরাতন মালদার বাচামারি ম্যানেজ প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । বিগত দিনে বিভিন্ন বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতেই ডিজিটাল বোর্ড ব্যবহার এবং অনলাইন পদ্ধতিতে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এবারে সরাসরি সরকারি স্কুলেই অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়াদের স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে পঠনপাঠনের ব্যবস্থার উদ্যোগ নিল সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদা পুরসভার বাচামারি ম্যানেজ প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ডিজিটাল বোর্ড এবং অনলাইন পদ্ধতিতে পঠনপাঠন চালু করার উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

এদিন নিজের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ডিজিটাল বোর্ডে নাম লেখেন। এমনকি ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানও এই ডিজিটাল বোর্ডের ব্যবহার জেনে সেখানেও নিজের স্বাক্ষর করেন। এই আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দিলে পড়ুয়ারা অনেকটাই উৎসাহিত হবে বলেও মনে করছে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বরূপ কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন আগেই এই স্কুলে ডিজিটাল বোর্ড ব্যবহার ও অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । করোনা কালের জন্য এই ব্যবস্থা কিছুটা স্থগিত হয়ে পড়ে। তবে এই স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য এখন থেকেই ডিজিটাল বোর্ড ব্যবহার করা হবে। তার সঙ্গে ইউটিউব এবং অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করেও পঠন পাঠন ব্যবস্থায় আর ও জোর দেওয়া হবে। এতে করে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের যেমন উৎসাহ দেখা দিবে, তেমনি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও আগ্রহ বাড়বে।

মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন জানিয়েছেন, বাচামারি ম্যানেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এটি অভিনব উদ্যোগ। আমরা তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছি। আগামী দিনে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে এই ধরনের ডিজিটাল বোর্ড ব্যবহার করা , অনলাইনের মাধ্যমে পড়ুয়াদের শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎসাহিত করার ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন ওই প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মালদায় শুরু হচ্ছে দুই দিবের সুব্রত কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

মালদা ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও রাজ্যব্যাপী আযোজন করা হল সুব্রত কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের। দুই দিনব্যাপী চলবে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। আজ তার প্রথম দিন।

প্রয়াত এয়ার চিফ মার্শাল সুব্রত মুখার্জির স্মরণে আযোজিত অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের ৬২তম সুব্রত কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হল মালদায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে এবং স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুলস গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের ব্যবস্থাপনায় দুদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে উত্তরবঙ্গের মোট ৯টি জেলার মহিলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। বুধবার প্রথম পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে। বৃহস্পতিবার এই ময়দানেই অনুষ্ঠিত হবে সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল পর্যায়ের খেলা।

মালদহের বারলো গার্লস হাইস্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের দাবিতে বিক্ষোভ অভিভাবকরা

মালদা ঃ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। কিন্তু, ইংরেজি পঠনপাঠনের কোনও শিক্ষিকা নেই। মালদহের ঐতিহ্যবাহী বার্লো গার্লস হাইস্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে মেয়েদের ভর্তি করে মাথায় হাত অভিভাবকদের। প্রতিবাদে বুধবার মিশন রোড় এলাকায় বার্লো গার্লস হাইস্কুলে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে

নিউ পোকাইজোট এলাকা থেকে নিখোঁজ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য নিউ পোকাইজোত এলাকায়।মৃত ব্যক্তির নাম হাসতা বাহাদুর থাপা।তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, গত রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই ব্যক্তি।বুধবার সকালে স্থানীয় এক যুবক রেললাইনের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ দেখতে পান।এরপরই ঘটনার খবর দেওয়া হয় প্রধাননগর থানায়।মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জানান, সবসময় নেশা করে থাকতেন তার স্বামী হাসতা বাহাদুর থাপা।রবিবার সকালে বাড়ি থেকে বের হন।তারপর থেকেই আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ব্যক্তির।বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।এরপর আজ দুপুরে এলাকার এক যুবক তাকে ফোন করে বিষয়টি জানায়।ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটিকে শনাক্ত করেন তিনি।মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

৫০ হাজার টাকার দাবি করে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ ৫০ হাজার টাকার দাবি করে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে । এই অত্যাচারের ঘটনার দুই দিনের মাথায় চিকিৎসারত অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধুর। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার এনায়েতপুর এলাকায় । মৃত গৃহবধুর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত শ্বশুর, শাশুড়ি এবং দুই ননদের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সাবিনা ইয়াসমিন (৩৪) । তার স্বামী নাসিমুল মোমিন দিল্লীতে দিনমজুরির কাজ করেন। বর্তমানে সেখানেই কর্মরত রয়েছে নাসিমুল। তাদের আট এবং চার বছরের দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে।

মৃত গৃহবধুর এক দিদি নুরশেদা বিবি পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তার বোনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ৫০ হাজার টাকা আনার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চাপ দিচ্ছিল। সেই টাকা দিতে না পারায় , গত সোমবার শ্বশুর শাশুড়ি এবং দুই ননদ মিলে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। মাথায় আঘাত লাগে তার বোনের। এরপর রাতেই চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় বুধবার সকালেই মৃত্যু হয় সাবিনা ইয়াসমিনের।

মৃত গৃহবধুর পরিবারের অভিযোগ, যেহেতু জামাই ভিন রাজ্যে দিনমজুরির কাজ করতো। সেইজন্য শ্বশুর বাড়িতে সাবিনা ইয়াসমিনের ওপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালাচ্ছিল শ্বশুর নাবিউল মোমিন, শাশুড়ি সাকিরুল বিবি এবং দুই ননদ তাসলিমা খাতুন ও সাইরুল খাতুন। তারাই সাবিনা ইয়াসমিনকে পিটিয়ে খুন করেছে বলেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত গৃহবধুর পরিবার। পাশাপাশি অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন মৃতের পরিবার।

মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ফাঁসীদেওয়া গ্রামীন হাসপাতালে নতুন জেনারেটরের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসীদেওয়া গ্রামীন হাসপাতালে নতুন জেনারেটরের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই জেনারেটরের উদ্বোধন করা হয়। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে ওই হাসপাতালে গিয়ে ওই জেনারেটরের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরুন ঘোষ বলেন দীর্ঘদিন ধরে এই জেনারেটরটির দাবি করেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রায় ১৬ লক্ষ ৭৬ হাজার থেকে ব্যয়ে এই জেনারেটর এই হাসপাতালে বসানো হয়েছে এতে হাসপাতালের অনেকটা সুবিধা হবে।

অভিযোগ দায়েরের এক ঘণ্টার মধ্যে চুরি যাওয়া ট্রাকটি উদ্ধার করে পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ মাটিগাড়া সংলগ্ন ভাঙ্গাপুল এলাকায় মা দুর্গা হার্ডওয়ারের সামনে থেকে একটি ট্রাক চুরি যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে গাড়ির মালিক আরমান তামাং মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ দায়ের করার এক ঘন্টার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর গেটের সামনে থেকে ট্রাকটি আটক করে পুলিশ। এই ঘটনায় রাজেশ সিং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং গাড়িটিকে উদ্ধার করে মাটিগাড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের হোস্টেল উদ্বোধন হল খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে

আলিপুরদুয়ারঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের হোস্টেল উদ্বোধন হল খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে। হোস্টেলটির উদ্বোধন করলেন আলিপুরদুয়ার জেলার জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ফালাকাটা ব্লক), মাননীয়া সন্ধ্যা বিশ্বাস, এছাড়া অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি ৩০ জন বধির শিশু ও তাদের অভিভাবকদের আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইনজশনের সেক্রেটারি মাননীয় লক্ষ্মীকান্ত রায় জানান, এতদিন হোস্টেলের অভাবে বধির শিশুরা বাড়ি থেকে স্কুলে আসা যাওয়া করত, স্কুল থেকে বাড়ি দূরে হওয়ায় যাতায়াতের খরচ জোগান দেওয়া অভিভাবকদের পক্ষে যেমন সম্ভব হচ্ছিল না, তেমনই বধির শিশুদের পক্ষেও প্রতিদিন ক্লাস করা সম্ভব হয় না। হোস্টেলটি চালু হওয়ায় দূর থেকে আসা বধির শিক্ষার্থীরা হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করতে পারবে।

বধির শিক্ষার্থীর এক অভিভাবিকা সপ্তমী রায় জানান, অনেক দূর থেকে তার বোনকে স্কুলে আসতে হয়, যা ব্যয়সাপেক্ষ। হোস্টেলটি চালু হওয়ায় তার বোন এখন থেকেই পড়াশোনা করতে পারবে।

সংঘর্ষ ও আগুন দেয়ার অভিযোগে ৭০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন বলেছেন, শনিবার রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও গাড়িতে আগুন দেয়ার অভিযোগে ৭০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার সচিবালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেট ফিন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাচন বিষয়ক পর্যবেক্ষক, টেরি এল ইসলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন এর সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সব জায়গায় আমাদের সিসি ক্যামেরা রয়েছে। আমরা এগুলোর সাহায্য নিচ্ছি। অনেক সময় পুলিশের নজর এড়িয়ে গেলেও, জনগণ তাদের ধরে আমাদের সামনে আনছে। আমরা কাউকে ছাড় দিচ্ছি না। বৈঠকে প্রতিনিধি দল নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ে জানতে চেয়েছে বলে জানান তিনি। আসাদুজ্জামান খাঁন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ এসেছে। কেউ এখানে সহিংসতা করলে, এদেশের জনগণ তা সহ্য করবে না।সহিংসতা জনগণের কাম্য নয়। এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যারা (বাসে) আগুন ধরাতে গিয়েছিল, তাদের আমরা হাতেনাতে ধরেছি। পুলিশ দক্ষ ও পেশাদার। পুলিশের সঙ্গে আনসার বাহিনী তৈরি আছে। তাদের

সংখ্যা যথেষ্ট। পাশাপাশি আমাদের বিজিবি ও কোস্টগার্ড রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি ২০১৪-১৫ সালে মানুষ গাড়ি ঘোড়া, গরু ছাগল, বাড়িঘর পুড়িয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই কাজটি যদি তারা আবারও করে, তবে জনবিচ্ছিন্ন হবে। দেশের জনগণ আর কোনোদিন তাদের সমর্থন করবে না। আরেক প্রশ্নের জবাবে আসাদুজ্জামান খান বলেন, আমেরিকার ভিসানীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আর আমাদের কিছু বলার নেই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি। বিএনপির দুই নেতা যখন গতকাল পড়ে গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী খোঁজখবর নিয়েছেন তাদের চিকিৎসার। আমরা তাদের অ্যারেস্ট করিনি, সুস্থ হওয়ার পর তাই তারা বাড়িতে চলে গেছেন। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কী কী প্রস্তুতি রয়েছে এই বিষয়ে তারা জানতে চেয়েছে। আমরা তাদের জানিয়েছি, নির্বাচনের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো ভূমিকা থাকবে না। মুখ্য ভূমিকায় থাকবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে।

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের আগে নয় : সিইসি হাবিবুল আউয়াল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের আগে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে না। রবিবার দুপুরে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সিইসি এ কথা বলেন। সংবিধান অনুযায়ী, আগামী জাতীয় নির্বাচন যদি বর্তমান সংসদকে বহাল রেখে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে আগের ৯০ দিনের মধ্যে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত তা হতে হবে। অর্থাৎ, চলতি বছরের ১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের কাউন্টডাউন।

সম্পাদকীয়

চীনের উপর ক্রমাগত সাইবার আক্রমণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কী ধরনের 'নিরাপত্তা উদ্বেগ' প্রকাশিত হয়?

চীনের হুবেই প্রদেশের উহান মিউনিসিপ্যাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট ব্যুরো এবং গণনিরাপত্তা ব্যুরো আলাদাভাবে প্রকাশিত বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ন্যাশনাল কম্পিউটার ভাইরাস ইমার্জেন্সি রিসপোন্স সেন্টার এবং ৩৬০ সিকিউরিটি টেকনোলজি কোম্পানির পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে, উহান ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। হামলাকারীরা বিদেশি সরকারের মদদপুষ্ট একটি হ্যাকার গ্রুপ ও অপরাধী। ফরেনসিক বিশ্লেষণের পর প্রাথমিকভাবে প্রমাণ মেলে যে, এ সাইবার আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে চালানো হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যউপাত্ত প্রকাশ করা হয়নি, তবে যারা এই ধরনের খবরের সঙ্গে পরিচিত তারা একটি সুপরিচিত ছায়া দেখতে পাবেন। ২০২২ সালেও ন্যাশনাল কম্পিউটার ভাইরাস ইমার্জেন্সি রেসপন্স সেন্টার এবং ৩৬০ সিকিউরিটি টেকনোলজি কোম্পানির পর্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত হয় যে,

নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি (Northwestern Polytechnical University) বিদেশি হ্যাকারদের সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছিল। তখনকার তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসএ) অধীন টেইলার্ড অ্যাকসেস অপারেশন অফিস Office of Tailored Access Operation (টিএও) ৪১ ধরনের বিশেষ নেটওয়ার্ক আক্রমণের অস্ত্র ব্যবহার করে নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ওপর হাজার হাজার সাইবার আক্রমণ চালায় এবং সেখান থেকে মূল প্রযুক্তিগত তথ্য চুরি করে। নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং উহান ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র - দুটিই খুব সাধারণ বেসামরিক স্থাপনা। কিন্তু সেগুলোও মার্কিন সাইবার নজরদারির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সিআইএ'র প্রাক্তন কর্মী এডওয়ার্ড স্নোডেন ২০১৩ সালে 'প্রিজম' সিস্টেম প্রকাশ করার সময় উল্লেখ করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র আসলে বিশ্বব্যাপী সাইবারস্পেসে সর্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছে। নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং উহান ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সাইবার আক্রমণ স্নোডেনের কথার যথার্থতা প্রমাণ করেছে। বর্তমানে, বিশ্বজুড়ে সাইবার নিরাপত্তায় নিয়োজিত গবেষকরা একমত যে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সাইবারস্পেসে যা তৈরি করার চেষ্টা করছে, তা সুস্পষ্ট আধিপত্যবাদী বৈশিষ্ট্যসহ একটি 'শৃঙ্খলা বিন্যাস' এবং এমনকি এ থেকে তাদের মিত্ররাও রেহাই পাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী নজরদারি নেটওয়ার্কে চীন প্রধান লক্ষ্যবস্তু ও শিকার। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে চীনের উপর নজরদারি বাড়ানো কৌশলগত প্রতিযোগিতার একটি প্রয়োজনীয় উপায়। যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া চীনের 'গোপন অস্ত্র' সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের উত্থানের 'হুমকি' থেকে রক্ষা করা যায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে চোখ ও কান লাগানোর চেষ্টা করতে চায়। জানা গেছে, উহান ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সরঞ্জামগুলোতে একটি ব্যাকডোর প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা বেআইনিভাবে ভূমিকম্পের তীব্রতার ডেটা নিয়ন্ত্রণ ও চুরি করতে পারে এবং চীনের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। ইন্টারনেটে বহুল প্রচারিত একটি কথা আছে। সেটা হলো যুক্তরাষ্ট্র অন্যদের বিরুদ্ধে যে বিষয়ে অভিযোগ করে, তা নিজেই করেছে বা করছে। অনেক মার্কিন কর্মকর্তা সম্প্রতি তথাকথিত 'যুক্তরাষ্ট্রের উপর চীনের সাইবার আক্রমণ' নিয়ে অতিরঞ্জন করছেন। উহান ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ সেন্টারে সাইবার আক্রমণ আবারও প্রমাণ করে যে, যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান 'নিরাপত্তা উদ্বেগের' কারণে চীনের উপর ক্রমাগত অনিয়ন্ত্রিত, সীমাহীন ও অতল সাইবার আক্রমণ চালিয়েছে এবং আবারও প্রমাণ করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রকৃত হ্যাকার সাম্রাজ্য।

চ্যাচিয়াং প্রদেশে অভিন্ন সমৃদ্ধি অর্জনের নতুন পদক্ষেপ

রুবি
প্রাবন্ধিক

অভিন্ন সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে কাউকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া সব অঞ্চলকে এর অধীনে আনতে হবে।

সারা চীনের দিকে তাকালে দেখা যায়, চ্যাচিয়াং প্রদেশ তুলনামূলক ধনী। গত বছর মাথাপিছু আয় ছিল ৬০ হাজার ইউয়ানের বেশি। শহরবাসীদের মাথাপিছু আয় টানা ২২ বছর ধরে দেশের সব প্রদেশ ও অঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে এবং গ্রামীণ বাসিন্দাদের মাথাপিছু আয় টানা ৩৮ বছর ধরে দেশের প্রথম স্থানে রয়েছে।

তবে চ্যাচিয়াং প্রদেশ ভারসাম্যহীন উন্নয়নের সমস্যাও রয়েছে। চ্যাচিয়াং প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত ২৬টি জেলা গোটা প্রদেশটির আয়তনের ৪৫ শতাংশ হলেও মাত্র ১০ শতাংশের কম উৎপাদন করেছে। এ ব্যবধানকে চ্যাচিয়াং 'পর্বতসমুদ্রের' মতো ব্যবধান বলে মনে করে। অভিন্ন সমৃদ্ধির জন্য উচ্চমানের উন্নয়নের পাশাপাশি উচ্চস্তরের ভারসাম্যও প্রয়োজন। পার্বত্য অঞ্চলের ২৬টি জেলার উন্নয়ন করা চ্যাচিয়াং প্রদেশের মূল কাজ।

২০ বছর আগে চ্যাচিয়াং প্রদেশের তৎকালীন প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সম্পাদক, কমরেড সি চিন পিং এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, চ্যাচিয়াং প্রদেশের পাহাড় ও সমুদ্রের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সেখানকার অনুন্নত অঞ্চলের উল্লম্ফন উন্নয়ন এগিয়ে নিতে পারে।

কিভাবে পাহাড় ও সমুদ্রের সুবিধা সমন্বয় করা যায়? সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চ্যাচিয়াংয়ের পাহাড় ও সমুদ্রের সমন্বয় করে কাজ করার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছে এবং

তার মধ্যে ক্রসআঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম বা 'ছিটমহল প্ল্যাটফর্ম' প্রতিনিধিত্বকারী বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ছিটমহল মানে দুই বা ততোধিক অঞ্চল প্রাদেশিক সীমানা ভঙ্গ করে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প পার্ক নির্মাণ ও উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

এক সপ্তাহ আগে চ্যাচিয়াং প্রদেশের নিংপো শহরের ইন চৌ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চলে অবস্থিত চ্যাচিয়াং ইথিয়েন যন্ত্রপাতি লিমিটেড কোম্পানি নতুন কারখানা ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বর্তমানে নতুন সরঞ্জামের পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে উৎপাদন শুরু হয়। পুরানো কারখানা থেকে নতুন কারখানায় স্থানান্তর হতে মাত্র ৫ কিলোমিটার যেতে হয়। তবে, এটা তিন শতাধিক কিলোমিটারের সহযোগিতার ফলাফল। কারণ, যে ভূমিতে নতুন কারখানা অবস্থিত সে ভূমি নিংবো শহরের ইন চৌ অঞ্চল এবং ছুইচৌ শহরের ছুই চিয়াং অঞ্চল যৌথভাবে অধিকার করে।

ইথিয়েন যন্ত্রপাতি লিমিটেড কোম্পানি হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের সরঞ্জাম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার ৫ বছরে ছোট একটি কারখানা ভাড়া করা হতো। অর্ডারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের আকার বাড়ানো আরও জরুরি হয়ে পড়ে।

এ কোম্পানির উপমহাপরিচালক থাং চিয়েন কুও বলেন, নিংবো শহরে কোনো ভূমি খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। কারণে আমাদের কারখানার চাহিদা একটু বেশি। কারখানার উচ্চতা ২৭ মিটার হতে হয়।

ছুই চৌ শহরের ছুই চিয়াংয়ের ভূমি পাওয়ার পর নিংবো, যার একটি উন্নত শিল্প এবং স্বল্প জমি রয়েছে, তারা প্রতিষ্ঠানগুলো ধরে রাখতে সক্ষম হয়। একই সময় ছুই চৌ শহরের জন্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সহজ হয়ে ওঠে।

ইথিয়েন যন্ত্রপাতি লিমিডেট কোম্পানির উপ মহাপরিচালক থাং চিয়েন কুও বলেন, 'ছিটমহল প্ল্যাটফর্ম' এই নীতির কল্যাণে আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান অনেক উন্নত হয়েছে। বার্ষিক আউটপুট ১০ কোটি ইউয়ান থেকে ৩০ কোটি ইউয়ান, তারপর ৩০ কোটি ইউয়ান থেকে ৫০ কোটি ইউয়ান হয়েছে। এভাবে আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে।

'ছিটমহল প্ল্যাটফর্ম' এই মডেলের মাধ্যমে পাবর্ত্য অঞ্চলে এবং সমুদ্রের পাশে অবস্থিত বিভিন্ন জায়গার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চলসম্পর্কিত মহা থাং রাজবংশীয় নথিসমূহ এবং প্রসঙ্গকথা

হিউয়ান সাং চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সেতু নির্মাণ করেছিলেন। চীনে ফিরে আসার পর তার মৃত্যু পর্যন্ত ১৯ বছরে, তিনি ১৩ মিলিয়নেরও বেশি শব্দের ৭৫টি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ করা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো ছিল উচ্চ মানের। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ খুবই কঠিন। সংস্কৃত ক্লাসিক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য শুধুমাত্র বিদেশী ভাষার ওপর দখল থাকলে চলে না, বৌদ্ধধর্মের গভীর উপলব্ধি থাকাও প্রয়োজন। পাশাপাশি, হিউয়ান সাং কিছু চীনা দার্শনিক রচনাকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং ভারতীয় জনগণের সামনে চীনা সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন।

হিউয়ান সাংএর পশ্চিমে যাত্রার সময়, চীন ও ভারত প্রথমবারের মতো কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে। হিউয়ান সাং ভারতীয় রাজার কাছে থাং রাজবংশের দুর্দান্ত অবস্থার পরিচয় দেন, যা তাকে এর জন্য আকুল করে তুলেছিল। কয়েক বছর পরে, যখন থাং রাজবংশের দূতেরা ভারতে যান, তখন ভারতের রাজা বিভিন্ন ধন ও ভারতের মানচিত্র প্রদান করেন এবং আশা করেন যে, থাংএর সম্রাট তাকে লাও জির ছবি ও 'তাও তে চিং'এর বই দেবেন।

থাং থাই জংএর অনুপ্রেরণা ও আহ্বানে, হিউয়ান সাং ধর্ম সন্ধানের জন্য পশ্চিমে ভ্রমণের সময় যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে পশ্চিমাঞ্চলসম্পর্কিত মহা থাং রাজবংশীয় নথিসমূহ লিখেছিলেন। এই বইটি প্রাচীন ভারত ও পশ্চিম অঞ্চলের দেশগুলোর ইতিহাসসম্পর্কিত একটি দুর্দান্ত বিশ্বকোষ। এটি কেবল পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেনি, বরং প্রাচীনকালের পশ্চিম অঞ্চল, ভারত, মধ্যএশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য এটি অত্যন্ত উচ্চ মূল্যবান নথি।

যদিও প্রাচীন ভারত বিশ্বের চারটি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটি, প্রাচীন ভারতীয়রা কিন্তু লিখিত ইতিহাস রেখে যায়নি। তাদের ইতিহাসের বেশিরভাগই কিংবদন্তি আকারে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছেছে। হিউয়ান সাংএর পশ্চিমাঞ্চলসম্পর্কিত মহা থাং রাজবংশীয় নথিসমূহ সভ্যতার প্রদীপের মতো, প্রাচীন ভারতের হারিয়ে যাওয়া বাস্তব ইতিহাসকে আলোকিত করে। তাই, চীন ভারতের কাছ থেকে চমৎকার মানবসংস্কৃতি শিখেছে, এবং পরে ভারতকে তার ইতিহাস পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে, যার সবকটিই চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উন্নত করেছে।

বিশ্বের সমস্ত জাতির সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব অনন্য ঐতিহ্যে গঠিত, এবং সভ্যতার বৈচিত্র্য মানবসমাজের টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে বিশ্বে ৭ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ, ২০০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চল, ২০০০টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠী এবং ৫০০০টিরও বেশি ভাষা রয়েছে। বিভিন্ন জাতি এবং সভ্যতা বর্ণময়, প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ভালো বা মন্দের পার্থক্য নেই, এবং তারা মানবজাতির সাধারণ সম্পদ। আমাদের উচিত সভ্যতার বৈচিত্র্যকে সম্মান করা, একে অপরের কাছ থেকে শেখা, বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আদানপ্রদান ও সংলাপ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নত করা। আমাদের শুধু নিজেদের সভ্যতাকে উত্তম বলা উচিত নয় এবং অন্য সভ্যতা ও জাতিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। আমাদের উচিত পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা এবং মানবজাতির অভিন্ন সভ্যতার চিত্র সৃষ্টি করা।

তবে সভ্যতার বৈচিত্র্য ও পার্থক্যও আন্তর্জাতিক যোগাযোগে ভুল বোঝাবুঝির কারণ। পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে অতিরঞ্জনের কারণে, বেশিরভাগ বিদেশী যারা কখনও চীনে যাননি, তাদের কাছে চীন রহস্য এবং কর্তৃত্ববাদএর সমার্থক বলে মনে হয়। কিন্তু চীনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, হাজার বছর ধরে চীন কখনও কোনো দেশ আক্রমণ করেনি। সম্প্রতি চীনের দ্রুত উন্নয়নের কারণে কিছু মানুষ চীন হুমকি তত্ত্ব ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে।

চীনের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন বা আধুনিক যাই হোক না কেন, চীনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি অন্যান্য দেশের আগ্রাসন ও শোষণের উপর ভিত্তি করে ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই চীনা জনগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং বন্ধুত্বপূর্ণ জাতি। এমনকি, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হান এবং থাং রাজবংশের সময়েও চীনের গৌরব ছিল এর জনগণের ঐক্য, আত্মনির্ভরশীলতা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল।

চীনা সভ্যতার, প্রকৃতির মতো, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র রয়েছে যা সভ্যতার বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়, বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন মডেল ও সামাজিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্যকে সম্মান করে যা উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমান এবং সুরেলা, অথচ নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারায় না। চীন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষার জন্য অমিল পাশে রেখে সবাই সম্প্রীতিতে সহাবস্থান নীতির সমর্থন করে এবং সমর্থন করে যে, বিভিন্ন সভ্যতার উচিত সমতা, সহনশীলতা, সম্মান ও বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে সভ্য বিনিময়ের একটি মডেল স্থাপন করা অমিলগুলো পাশে রেখে মিল অনুসন্ধান করার সাধারণ ভিত্তি খোঁজা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও ঐক্য গড়ে তোলা।

সাময়িকী

নির্দিষ্টভাবে স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রসঙ্গে

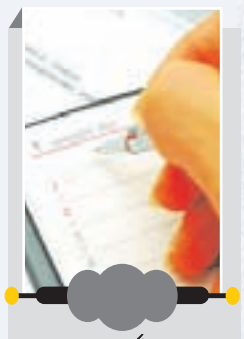

সুবর্ণা
কলামিস্ট

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের স্নাতক শিক্ষার্থীদের গুণগত মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের জন্য চলতি বছর থেকে চীনের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সরকারি বিভাগের যৌথ প্রয়াসে নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে, বিভিন্ন সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপযোগী দক্ষ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এবং স্নাতক শিক্ষার্থীদের চাহিদাও মেটানো সম্ভব হয়। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা চীনের স্নাতক শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি নিয়ে কিছু আলোচনা করবো।

চীনের ছোংছিং মহানগরের জ্বালানিসম্পদ কারিগরি কলেজের ক্লাউড কম্পিউটিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী চৌ চিয়ে মনোযোগ দিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে বিভিন্ন ছবি মার্ক করেন। শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে কলেজটি তাদের পেশাদার পরীক্ষা ও পেশার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেছে। এর ফলে শিক্ষার্থী চৌ চিয়ে এআই প্রযুক্তির মৌলিক তথ্য পরিসংখ্যানের সাথে জড়িত কাজে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করার পর তিনি কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর দক্ষতা দিন দিন উন্নত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছোংছিং জ্বালানিসম্পদ কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলে, ব্যাপকসংখ্যক দক্ষ ও সেরা প্রযুক্তিকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কলেজের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, তথ্যউপাত্ত মার্ক করা দেখতে যতটা সহজ আসলে ততটা সহজ নয়। এআই প্রযুক্তির মৌলিক তথ্যপরিষেবা শিল্পের উন্নয়নের গতি দ্রুত এবং চাহিদাও বেশি। তবে, অতীতকালে স্কুলের সংশ্লিষ্ট পড়াশোনার বিষয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল না। তাই, স্কুল ও কোম্পানির সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ইন্টারশিপ ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। স্কুলের প্রশিক্ষণ কারখানার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাজের সাথে পরিচিত হয় এবং কর্মসংস্থানের সঠিক পথ খুঁজে নিতে পারে। তারা অনেক বাস্তব কর্মঅভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারে। এতে তাদের সহজে কাজ পাওয়ার আশা বাড়ে।

বর্তমানে ছোংছিং জ্বালানিসম্পদ কারিগরি কলেজ কয়েকটি সুবিখ্যাত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক প্রকল্প চালু করেছে। এভাবে 'স্কুল কারখানা' স্টাইলের প্রকল্পে আরও বেশি ছাত্রছাত্রীর নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমন প্রতিষ্ঠানের নাম শিল্প একাডেমি, যা একটি ক্ষুদ্র আকারের আধুনিক কারখানার মতো। এখানে একদিকে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে, পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন করা হয়। এভাবে শিক্ষার্থীরা স্নাতক হওয়ার পর কম সময়ের মধ্যে চাকরি পেতে পারে এবং কিছু শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী স্নাতক হওয়ার এক বছর পর অন্যদের প্রশিক্ষণও দিতে পারে। শুধু তা নয়, আরও অনেক পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা দেয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। যেমন, বিভিন্ন স্কুল ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ শিক্ষক আছেন। শিক্ষার্থীরা এমন শিক্ষকদের ক্লাসের মাধ্যমে দ্রুত কর্মদক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম। হাংচৌ শহরের একটি সুবিখ্যাত ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন কর্মী ছোংছিং জ্বালানিসম্পদ পেশাদার কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে এখন এ কোম্পানির উৎপাদনলাইনের সেরা কর্মী। ছোংছি জ্বালানিসম্পদ কারিগরি কলেজ কেবল একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। চীনে এমন কারিগরি স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশি। মোদ্দাকথা, স্কুলের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের চাহিদা সৃষ্টির কাজ চলছে পাশাপাশি। চীনের হাইনান প্রদেশের জ্বালানিসম্পদ উন্নয়ন লিমিডেট কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উ লি চুয়ান এবং তাঁর সহকর্মীরা অনেক ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ, হাইনান প্রদেশের স্নাতক শিক্ষার্থীদের নিয়োগকাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ থেকে সেরা স্নাতক শিক্ষার্থীদের নিয়োগ করার জন্য বিভিন্ন কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীরা ব্যস্ত। গত বছর মিস উ'র কোম্পানিতে একটি ১২ লাখ কিলোওয়াট সামুদ্রিক বায়ু প্রকল্প চালু হয়েছে।

জানা অজানা

লেবাননে ফিলিস্তিনি শিবিরে সংঘর্ষ, মৃত ছয়

লেবাননে ফিলিস্তিনিদের শিবিরে ফাতাহ ও তার বিরোধীদের সংঘর্ষে অন্তত পক্ষে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

লেবাননে সিডনের কছে ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় শিবিরে এই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ফাতাহ গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের বিরোধীদের সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে ফাতাহদের এক কম্যান্ডারসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। ফাতারবিরোধী কট্টরপন্থি গোষ্ঠীর একজন মারা গেছেন।

আইন এলহিলওয়ের এই শিবিরে দুইদিন ধরে সহিংসতা চলে। রোববার রাতে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে। এই শিবিরে ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি আছেন। তবে এই শিবিরে মাঝেমধ্যেই রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়।

শনিবার এই সংঘর্ষ শুরু হয়। একজন বন্দুকধারী কট্টরপন্থি এক নেতাকে হত্যার চেষ্টা করে। নেতা বেঁচে গেলেও তার সঙ্গী মারা যান। এরপরই কট্টরপন্থিরা গুলি চালাতে শুরু করে এবং ফাতাহ মিলিটারি জেনারেল ও তার চার সঙ্গীকে হত্যা করে।

ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটা সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

এরপরই প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়। অ্যাসল্ট রাইফেল, হাত গ্রেনেড, লঞ্চার থেকে ছোড়া গ্রেনেডের ব্যবহার হয়। তারপর দুই বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা হয়। তাতে ইরানপন্থি হেজবোল্লাহ নেতারাও ছিলেন। বৈঠকের পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

লেবাননের তদারকি প্রধানমন্ত্রীও ফিলিস্তিনিদের কাছে আবেদন জানান, তারা যেন সেনাকে সহযোগিতা করেন এবং শান্তিরক্ষায় সাহায্য করেন।

পাঠকের চিঠি

পুরোহিতদের যোগ্য সম্মান দিন

পুরোহিতদের যোগ্য সম্মান দিন। আমরা শারদীয়া দুর্গোৎসব থেকে শুরু করে যে কোন পূজায় আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার মূর্তি কিনি, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পূজা মন্ডব সাজাই ইলেকট্রিক লাইটিং করি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। কিন্তু ব্রাহ্মণের (পুরোহিতের)দক্ষিণার বেলায় যৎসামান্য। যে পুরোহিত সারাবছর আপনার বাড়িতে আপনার হিতার্থে, মঙ্গলার্থে পূজা করছে, আপনার হিত কামনা করছে আপনার মঙ্গল কামনা করছে আপনার শুভ কামনা করছে। চিন্তা করে দেখুন তো সেই পুরোহিতকে কি আপনি যোগ্য সম্মান উপযুক্ত দক্ষিণা দিচ্ছেন। আজকাল বাজারে পুরোহিতের জন্য যে গামছা আপনি কিনে আনেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের যে ছাতা কিনে আনেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের। যা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্তমানে পূজাপার্বণে পুরোহিত পন্ডিত ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এই পেশায় আর বিশেষ আয় হয় না। ভাই ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণরা (পুরোহিতরা)ঠাকুরের পূজো পার্বণ করেন তারা আস্তে আস্তে এই পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুরোহিতের উপযুক্ত দক্ষিণা দিন ওদের সম্মান দিন উপযুক্ত প্রাপ্য দক্ষিণা দিন যাতে ভবিষ্যতে হিন্দু ধর্মের পূজাপার্বণ বজায় থাকে সেই দিনের কথা চিন্তা করে।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, বীরভূম. পশ্চিমবঙ্গ।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অসমের নবনির্মিত গণতন্ত্রের মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন বিধানসভা ভবন উদ্বোধন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সুদূর ১৯৭২ সালে মেঘালয়ের শিলং থেকে নিয়ে এসে গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর এলাকায় অস্থায়ীভাবে অসম বিধানসভা স্থাপন করা হয়েছিল। অবশেষে প্রায় ৫১ বছর পর অসম বিধানসভা স্থায়ী ভবনে স্থান পেয়েছে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলা আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৮ আসন যুক্ত অসম বিধানসভার নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেছেন। দিশপুরের জনতা ভবন সংলগ্ন জি এস রোডে প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে অসম বিধানসভার নতুন ভবন উদ্বোধন করা হলেও ১৬ মহালয়ার বিধানসভা সচিবালয় নির্মাণের কাজ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

রবিবার অবশেষে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলার হাত ধরে উদ্বোধন করা হয়েছে গণতন্ত্রের মন্দির সমতুল্য অসম বিধানসভার নবনির্মিত ভবন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি এবং অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি উপস্থিত ছিলেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে কাজির ছিলেন না অসমের রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়া। তবে রাজ্যপাল কেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না সেটা নিয়ে সরকারের তরফে কোনো ধরনের তথ্য জানানো হয়নি। তবে বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া ছাড়াও শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়ক, বিজেপির লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদ, অসম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষরা, বিভিন্ন দলের প্রাক্তন সাংসদ বিধায়ক, নিজের প্রতিটি স্বশাসিত পরিষদের নেত্রী বর্গ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি প্রমুখ এই ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হয়েছিলেন।

সকাল ১১ টা নাগাদ অসম বিধানসভার নবনির্মিত ভবনের চত্বরে এসে উপস্থিত হন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলা। মুখ্যমন্ত্রী, দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অসম বিধানসভার সভার অধ্যক্ষ তাকে স্বাগত জানান। এরপর অধ্যক্ষ ওম বিরলাকে অসম পুলিশের তরফে গার্ড অফ ওনার মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। এরপর তিনি নবনির্মিত ভবনের ফলক উদ্বোধন করেন। বিধানসভার মূল কক্ষে প্রবেশ করার আগে অধ্যক্ষ ওম বিরলা সম্পূর্ণ নতুন ভবন ঘুরেফিরে দেখেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় তার সঙ্গ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অসম বিধানসভার সভার অধ্যক্ষ। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে সম্পূর্ণ নতুন ভবনটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে অবশেষে বিধানসভায় প্রবেশ করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলা। অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্যের পর নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন তিনি।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলা নিজের প্রায় ২৫ মিনিটের ভাষণের মাধ্যমে বলেন অসমের এই ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হতে পারে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। এই দিনটি শুধুমাত্র অসমের জন্য নয় বরং সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বের রাজ্য গুলির জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। ইতিহাসে অসম বিধানসভার এক অনবদ্য যোগদান রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বেই ১৯৩৭ সালে শিলং এ অসম বিধানসভা স্থাপন করা হয়েছিল। এরপর থেকে অসম বিধানসভার মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ আইন রাজ্যের প্রমাণ করা হয়েছে। অবশেষে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বিধানসভা শিলং থেকে গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থাপন করা হয়েছে। অসম্ বিধানসভার এই যাত্রা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এক স্বর্ণীল ইতিহাসের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। অধ্যক্ষ ওম বিরলা বলেন অসম বিধানসভার গণতন্ত্রের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাজ্যের বিকাশের জন্য রেখে যাওয়া অবদানের কথা স্মরণ করেছেন তিনি। সেই ব্যক্তিদের বিশেষ করে বিধানসভায় অবদানের জন্যই বর্তমান অসম প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

অধ্যক্ষ ওম বিরলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন এদের নেতৃত্ব এবং মার্গ দর্শনের জন্য বহুদিন আগের থেকে নির্মাণ শুরু করা এই ভবনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই নবনির্মিত ভবনে একদিকে যেমন আধুনিকতা রয়েছে ঠিক একই ভাবে রয়েছে বিরাসতের অদ্ভুত সঙ্গম। অসমীয়া সংস্কৃতি, কলা, উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রতীক চিহ্ন সবকিছুই এই বিধানসভা ভবনে রয়েছে। এর জন্য এই বিধানসভা ভবনের এক ভিন্ন গণতন্ত্রের ইতিহাস সৃষ্টি হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। অধ্যক্ষ ওম বিরলা বলেন একদিন অসম দেশের বিকাশে নতুন গাঁথা লিখবে। এই নতুন গাঁথা লিখতে বর্তমানের বিধায়কদের যথেষ্ট অবদান থাকবে। ফলে রাজ্যের কল্যাণে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে প্রযোজনীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য বিধায়কদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন যেকোনো বিধানসভার ভবন শুধুমাত্র কংক্রিটের দ্বারা নির্মিত একটি ভবন নয়, এটা গণতন্ত্রের জন্য একটি মন্দির। ফলে এই মন্দিরে বসে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য তথা সমাজের শেষতম ব্যক্তির জীবন পরিবর্তনের জন্য কাজ করা হয়। ফলে এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সারাদেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন পরিবর্তন সময়ের চাহিদা। যখনই নতুন পরিবর্তনের দিকে এগোনো যায় তখনই কাজ করা নতুন উৎসাহ জাগে। যেই বিচার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বিধানসভা কাজ করে আগামী দিনে সেটা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এক ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। ফলে বিধানসভায় থাকার সময় প্রত্যেকের উপরে এক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। সাধারণ জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা পুরনো ক্ষেত্রে যে স্বপ্ন কিংবা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই বিধানসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে নতুন রাস্তায় এগিয়ে নতুন কীর্তিমান বানাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলা। তিনি বলেন নতুন সংকল্প পূরণ করতে হবে। বিশ্বাসের সঙ্গে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতের গণতন্ত্র আদি যুগ থেকে এই দেশে রয়েছে। বেদ উপনিষদের সময়কাল থেকে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে ভারতে। প্রত্যেকের মনমন্দিরে গণতন্ত্র রয়েছে। ফলে বর্তমান ভারতের গণতন্ত্র সারাবিশ্বে সবচেয়ে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ভারতের গণতন্ত্র বর্তমানে ১৪০ কোটি ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাছাড়া ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর জন্যই সারা বিশ্বের লোক ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অধ্যক্ষ ওম বিরলা বলেন ভারত গণতন্ত্রের দিকে এবং আর্থিক ভাবেও ব্যাপকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত সারা বিশ্বের তিনটি দেশের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করবে। তিনি বলেন দেশের প্রতিটি রাজ্যেই কুশল নেতৃত্ব রয়েছে। কুশল নেতৃত্ব নতুন দৃষ্টিকোণ এবং নতুন চিন্তাভাবনার জন্য আজ অসম বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তর পূর্বের প্রবেশদ্বার হিসেবে এই রাজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের নতুন গাঁথা রচনা করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন ১৯৩৭ সাল থেকে এই রাজ্যে বিধানসভার মাধ্যমে বহু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের মন্দিরে প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সাধারণ জনতার উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা হওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। যত বেশি চিন্তা আলোচনা হবে তত বেশি অমৃত বের হবে। সাধারণ জনতার উন্নয়নের কাজে লাগবে। হলেই নতুন নবনির্মিত বিধানসভায় নতুন চিন্তাধারার মাধ্যমে ইতিবাচক মনোবৃত্তিতে বাজেট থেকে শুরু করে প্রত্যেক নীতিতে আলোচনা করতে হবে। এই বিধানসভার মাধ্যমে সরকারের পারদর্শিতা সমাজের প্রতিটি স্তরের উন্নয়ন এবং শেষতম ব্যক্তির কল্যাণের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। অসম বিধানসভা নতুন ভাবনা নতুন চিন্তাধারা এবং নতুন উন্নয়নের দিক প্রদান করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলা।

প্রসঙ্গত ১৯১১ সালে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করা অসম বিধানসভার নতুন ভবনের নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। প্রায় ১০ এক একর জমিতে নির্মাণ করা এই নতুন ভবনে সাংবাদিক সহ দর্শনার্থীর জন্য তিনশ এর অধিক আসন রয়েছে। এই নতুন ভবন নির্মাণের দায়িত্বে ছিল সিমপ্লেক্স স্ট্রাকচার। তাছাড়া ভবনের ইন্টেরিয়র ডিজাইনের দায়িত্বে ছিল জেডি ক্রিয়েশন নামের একটি কোম্পানি। অসম বিধানসভার নবনির্মিত ভবনে রয়েছে সাতটি লিফট এবং একটি এক্সেলেটর। তাছাড়া রয়েছে একটি সেন্ট্রাল হল, মুখ্যমন্ত্রী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মন্ত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক চেম্বার। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য একটি করে সভা কক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন কমিটির বৈঠকের জন্য সভাকক্ষ রয়েছে। তাছাড়া বিধানসভাকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল রূপ দেওয়া হয়েছে।

বেহাল রাস্তায় ধান পুঁতে প্রতিবাদ বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সোমবার সকাল দশটা থেকে সিউড়ি বড়বাগান প্রান্তিক সংঘ ক্লাবের সামনের রাস্তার বেহাল দশার মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি যুব মোর্চা। বেহাল রাস্তায় ধান পুঁতে প্রতিবাদ করে যুব মোর্চার সদস্যরা। বিজেপি যুব মোর্চা সিউড়ি নগর সভাপতি সুমন মুখ্যাজী বলেন, তৃণমূল উন্নয়ন উন্নয়ন বলে গলা ফাটাই অথচ সিউড়ি শহরের একাধিক রাস্তা খানাখন্দ গর্তে ভরা। সিউড়ি পৌরসভার পুর পরিষেবা ভেঙ্গে পড়েছে। রাস্তা মেরামতের দাবিতে আমরা প্রতিকীভাবে ধান পুঁতে রাস্তা অবরোধ করলাম। আগামী পনেরোদিনের মধ্যে কাজ না হলে বৃহত্তর আঃদোলনে নামবো।

বিধায়কের অসহযোগিতায় হঠাৎ পদত্যাগ করলেন সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ কানাঘুষো জল্পনা চলছিল সেই জল্পনাকে সত্যি করে একত্রিশে জুলাই সোমবার সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলেন প্রনব কর। পাশাপাশি ছাড়লেন পনেরো নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদও। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। সিউড়ি পৌরসভা বর্তমানে তৃনমূলের দখলে আছে। সোমবার সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রনব কর। পদত্যাগপত্রে প্রনব কর লেখেন, আমি ডাইবেটিস রোগে আক্রান্ত চিকিৎসক ছয়মাস বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। সিউড়ি পৌরসভা চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে। সিউড়ী বিধায়ক তহবিল থেকে সাহায্য করা হয় না। বারবার বলা সত্ত্বেও সিউড়ির বিধায়ক অসহযোগিতা করছেন। এই অবস্থায় আমার পক্ষে চেয়ারম্যানের পদে থেকে পৌরসভা চালানো কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। প্রনব কর বলেন, পারিবারিক সমস্যা এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করলাম। কাউন্সিলর পদ থেকেও পদত্যাগ করেছি। পদত্যাগ করার বিষয়ে দল আমাকে কোনো নির্দেশ দেয় নি। অন্য কোনো দলে যাবো না রাজনীতি ছেড়ে বাড়ীতে বসে যাবো সেটা পরের বিষয়। অনুব্রত মণ্ডল আমাকে চেয়ারম্যান পদে বসিয়েছিলেন। আমার বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ নেই আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলাম। বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। ভয় দেখিয়ে পুলিশের সহায়তায় সিলেক্টেড হয়েছিলেন। পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরসভার কাজকর্ম ঠিকঠাক হচ্ছে না এবং চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে কাউন্সিলরদের বোঝাপড়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূল জেলা নেতৃত্বকে চিঠি পাঠিয়েছিল সিউড়ি পৌরসভার তেরোজন তৃণমূল কাউন্সিলর। গত তিরিশে মে বিকালে সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে সাংসদ শতাব্দী রায় এবং সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের নিয়ে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল। যদিও সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না সিউড়ি পৌরসভার নয়নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এবং তেরোনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কুন্দন দে। পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই ইস্যু। রাজ্য নেতৃত্বের দ্বারস্থ হয়েছে এই তেরোজন বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলর।

নাইজেরিয়ায় লুটপাট থামাতে কারফিউ

আদামাওয়া ঃ নাইজেরিয়ার আদামাওয়া রাজ্যে লুটপাট থামাতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট তিনুবু জ্বালানি থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ার পর উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যটিতে একদল মানুষ ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। পরিবেশবাদীরা ভর্তুকি প্রত্যাহারকে স্বাগত জানালেও এর প্রভাবে জ্বালানি ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বাড়ছে। গত ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসেন তিনুবু।তবে বিরোধীরা নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আতিকু আবুবকর। রক্ষণশীল এই মুসলিম নেতা ২৯ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হন। তার চেয়ে ৭ বেশি ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও তিনুবুর এ জয় মেনে নেননি আতিকু। রবিবার আতিকুর নির্বাচনি এলাকা আদামাওয়া রাজ্যের রাজধানী ইয়োলার সরকারি এবং বেসরকারি গুদাম ও দোকানপাট থেকে খাদ্যপণ্যসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নেয় এক দল মানুষ। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে লুটপাটের সেই দৃশ্য। একটি ভিডিওতে নাইজেরিয়ার জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এমইএনএ)র খাদ্যশস্য, পাস্তা এবং অন্যান্য দ্রব্য বস্তায় ভরে নিয়ে যেতে দেখা যায় এক দল উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং পরিবেশবাদী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানি থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছিল। তিনুবু ক্ষমতায় এসেই তাদের দাবি অনুযায়ী জ্বালানি থেকে ভর্তুকি তুলে নেন। পাশাপাশি নাইজেরিয়ার মুদ্রা নাইরার ওপর থেকে সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে জ্বালানির দাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪০০ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এছাড়া নাইরার দামও অনেকটা কমে যাওয়ায় আমদানিনির্ভর পণ্য ক্রয় কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে খাদ্যপণ্যের দামও বাড়তে থাকে। আদামাওয়া, বর্নো এবং ইয়োবে এই তিন রাজ্যে ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনীর লড়াই চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এ কারণে সেসব এলাকার অনেক মানুষ নিজের ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আদামাওয়া রাজ্যে লুটপাট হলেও বাকি দুটি রাজ্যে অবশ্য পরিস্থিতি এখনো শান্ত। রবিবার গভর্নর আহমাদু উমারু ফিনতিরি সকালসন্ধ্যা সান্ধ্য আইন ঘোষণার পর থেকে আদামাওয়ার রাজধানী ইয়োলাও শান্ত বলে জানা গেছে।

পদ্মা সেতুতে উঠবে বিশ্বকাপের ট্রফি

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ প্রতিটি বিশ্বকাপের আগেই বিশ্বকাপের ট্রফি বিশ্বভ্রমণে বের হয়। অক্টোবর নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষেও এখন বিশ্বকাপের ট্রফি আছে বিশ্বভ্রমণে। বর্তমানে পাকিস্তানে থাকা বিশ্বকাপ ট্রফি শ্রীলঙ্কা হয়ে বাংলাদেশে আসবে ৭ আগস্ট।

৭ থেকে ৯ আগস্ট এই তিন দিন বিশ্বকাপের ট্রফি থাকবে ঢাকায়। ট্রফির বাংলাদেশ ভ্রমণের সূচিও মোটামুটি ঠিকঠাক, এখন শুধু সেটা চূড়ান্ত হওয়া বাকি। প্রাথমিক যে আলোচনা, তাতে বাংলাদেশে এসে বিশ্বকাপের ট্রফি উঠবে পদ্মা সেতুতেও। বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী আজ মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেছেন, 'আইসিসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো একটা বিশেষ স্থানে বা স্থাপনার সামনে বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে ফটোসেশন করার রীতি আছে। গতবার যেমন আমরা জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে এটা করেছিলাম। এবার পরিকল্পনা আছে পদ্মা সেতুতে ট্রফি নিয়ে ফটোসেশন করার।'

গত বছরের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয় পদ্মা সেতুর। পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই একটি দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে। এবার বিসিবিও বাংলাদেশের দীর্ঘতম এই সেতুকে বেছে নিয়েছে বিশ্বকাপ ট্রফির ফটোসেশনের জন্য।

তবে পদ্মা সেতুতে ট্রফি যাবে শুধু ফটোসেশনের জন্যই। সাধারণ মানুষের দেখার জন্য ট্রফি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হবে ঢাকার বড় কোনো শপিং মলে। এখন পর্যন্ত যা আলোচনা, তাতে ট্রফি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হতে পারে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সে। এ ছাড়া ক্রিকেটারদের ট্রফি দেখা ও ট্রফির সঙ্গে ফটোসেশন হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে।

গত ২৭ জুন ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ট্রফি উন্মোচনের পর এর বিশ্বভ্রমণ শুরু হয় ১৪ জুলাই থেকে। মোট ১৭টি দেশে ঘুরে ট্রফিটি চূড়ান্তভাবে বিশ্বকাপের দেশ ভারতে যাবে ৪ সেপ্টেম্বর। এর আগেও অবশ্য দুবার ভারত ভ্রমণ করবে ট্রফি। বাংলাদেশ থেকে ১০ আগস্ট বিশ্বকাপের ট্রফি যাবে কুয়েতে। বিশ্বকাপের ট্রফি এবার এমন কিছু দেশেও যাচ্ছে, যে দেশগুলোর নাম ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কুয়েত ছাড়াও এ রকম দেশের তালিকায় আছে বাহরাইন, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, পাপুয়া নিউগিনি, ফ্রান্স ও ইতালি। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর পাকিস্তান ছাড়াও এরই মধ্যে ট্রফিটা ঘুরে এসেছে পাপুয়া নিউ গিনি ও যুক্তরাষ্ট্রে।

বিসিবির প্রধান নির্বাহী বলেছেন, ক্রিকেটের বিশ্বায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই যেসব দেশে খেলাটা অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত, সেসব দেশেও ট্রফি যাচ্ছে। বিশ্বকাপ ট্রফি উন্মোচনের দিন প্রায় একই কথা বলেছিলেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালার্ডাইস, 'বিশ্বে এক শ কোটিরও বেশি ক্রিকেটভক্ত আছে। আমরা চাই যত বেশি সম্ভব মানুষ বিখ্যাত এই ট্রফির কাছাকাছি আসতে পারুক।' বিশ্বভ্রমণকালে বিশ্বকাপ ট্রফি শুধু বিভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ জায়গায়ই যাবে না, দেখা পাবে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানেরও। বিশ্বকাপের স্বাগতিক হিসেবে এই ট্রফি কাছ থেকে দেখার সুযোগটা স্বাভাবিকভাবেই বেশি পাবেন ভারতীয়রা। ট্রফি উন্মোচনের দিন বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহও বলেছিলেন সে কথাই, 'সমর্থকেরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, ট্রফি ট্যুর তাদের সবাইকেই বিশ্বকাপের মতো মহাযজ্ঞের অংশ হওয়ার সুযোগ করে দেবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশ্বকাপের উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিতে এবং বিভিন্ন দর্শনীয় শহর, স্থান এবং স্থাপনাকে তুলে ধরতে ভারতে ব্যাপকভাবেই এটা করা হবে।'

যে রেকর্ডে টেন্ডুলকারের পাশে রুট

লন্ডন ঃ শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভাঙবেন কে? প্রশ্নটা টেস্টে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড নিয়ে। ভারতীয় কিংবদন্তির আশপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের সবাই অবসরে। এখনো যাঁরা খেলছেন, তাঁদের মধ্যে টেন্ডুলকারের সবচেয়ে কাছে আছেন জো রুট। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক অবশ্য এখনো টেন্ডুলকারের ১৫৯২১ রানের চেয়ে ৪৫০৫ রানে পিছিয়ে। টেস্টে রুটের রান এখন ১১৪১৬।

৩২ বছর বয়সী রুট শেষ পর্যন্ত টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলতে পারবেন কি না, কে জানে! তবে টেন্ডুলকারের একটি রেকর্ডে কিন্তু এরই মধ্যে ভাগ বসিয়েছেন তিনি। দ্বিপক্ষীয় টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশিবার ৩০০ রান করার রেকর্ড।

আজ শেষ হতে যাওয়া অ্যাশেজ সিরিজে ৪১২ রান করেছেন রুট। টেস্টে এ নিয়ে ১৯তম বার তাঁর এক সিরিজে ৩০০ বা এর বেশি রান করার কীর্তি। টেন্ডুলকারও টেস্টে এক সিরিজে ১৯ বার ৩০০ বা এর বেশি রান করেছেন।

এবার ৩০০ করেই রুট ছাড়িয়ে গেছেন ক্রিকেটের আরও দুই কিংবদন্তিকে। ১৮টি সিরিজে ৩০০ করে এই অ্যাশেজের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা ও ভারতের রাহুল দ্রাবিড়ের পাশে ছিলেন রুট। সিরিজে ১৭ বার ৩০০ বার এর বেশি রান করে এই রেকর্ডে যৌথভাবে তিনে আছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং ও অ্যালিস্টার কুক।

টেস্টে ৪২টি সিরিজ খেলেছেন রুট। অন্যদিকে টেন্ডুলকার খেলেছেন ৭৩টি টেস্ট সিরিজ। তবে এই পরিসংখ্যানে বড় ফাঁক আছে। রুট ও টেন্ডুলকারের খেলা সিরিজে ম্যাচের সংখ্যাতেই সেই ফাঁক। টেন্ডুলকার চার বা এর বেশি ম্যাচের সিরিজ খেলেছেন ১৩টি, এর মাত্র তিনটি ছিল পাঁচ ম্যাচের। অন্যদিকে রুট চার বা পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলেছেন ১৬টি, এর ১০টিই পাঁচ ম্যাচের।

রুট পাঁচ ম্যাচের সব কটি সিরিজেই ৩০০ রানের বেশি করেছেন। তবে টেন্ডুলকার তাঁর খেলা একটি পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৩০০ ছুঁতে পারেননি।

টেস্টে এক সিরিজে সবচেয়ে বেশি বার ৩০০ রান

সিরিজ	ব্যাটসম্যান	দেশ	মোট সিরিজ
১৯	শচীন টেন্ডুলকার	ভারত	৭৩
১৯	জো রুট	ইংল্যান্ড	৪২
১৮	ব্রায়ান লারা	উইন্ডিজ	৩৮
১৮	রাহুল দ্রাবিড়	ভারত	৫৮
১৭	রিকি পন্টিং	অস্ট্রেলিয়া	৫৯
১৭	অ্যালিস্টার কুক	ইংল্যান্ড	৪৭

'সেঞ্চুরি' করেই বিদায় সবচেয়ে বেশি বয়সী ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটারের

লন্ডন ঃ গত বছর ২২ ডিসেম্বর নিজের ১০০তম জন্মদিন পালন করেছিলেন রুসি কুপার। জীবনের স্কোরকার্ডে আর '১০১'এর দেখা পাওয়া হলো না তাঁর। আজ সকালে দক্ষিণ মুম্বাইয়ে নিজের বাসস্থান কেম্পস কর্নারে ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়সী প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার রুসি কুপার।

মৃত্যুর আগে রুসি কুপার ছিলেন ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে 'পেন্টাঙ্গুলার লিগ' ও রঞ্জি ট্রফি খেলা একমাত্র জীবিত ক্রিকেটার। ১৯২২ সালে জন্ম নেওয়া ডানহাতি এ ব্যাটসম্যানের ১৯৪১-৪২ মৌসুমে বোম্বের (মুম্বাই) পেন্টাঙ্গুলার লিগে অভিষেক হয়। পেন্টাঙ্গুলার লিগের দলগুলো হতো সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে। সেখানে পার্সি দলের হয়ে ১৯৪১-৪২ মৌসুমে খেলেছেন রুসি কুপার।

রঞ্জিতে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত খেলেছেন বোম্বের (মুম্বাই) হয়ে। মিডলসেক্সের হয়ে ১৯৪৯ সালে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে অভিষেক হয়, তবে ওই মৌসুমে খেলেছেন একটাই ম্যাচ। পরের মৌসুমে দলটির হয়ে আরও বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলেও ভালো করতে পারেননি। মিডলসেক্সের হয়ে তাঁর ব্যাটিং গড় ১৯.৬৩। ২২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৫২.৩৯ গড়ে ১২০৫ রান করেছেন রুসি কুপার। ৩টি সেঞ্চুরিও আছে। এর মধ্যে তাঁর সেরা সেঞ্চুরিটি সম্ভবত ১৯৪৪-৪৫ মৌসুমে রঞ্জির ফাইনালে হোলকারের বিপক্ষে। দুই ইনিংসে ৫২ ও ১০৪ রান করেছিলেন রুসি কুপার। বোম্বে (মুম্বাই) ম্যাচ জিতেছিল ৩৭৪ রানে। সে মৌসুমে দুটি সেঞ্চুরি ও ৫টি ফিফটিসহ ৯১.৮৩ গড়ে ৫৫১ রান করেছিলেন। ভারতে সেটাই হয়ে যায় তাঁর শেষ ক্রিকেট মৌসুম।

রুসি কুপার ২৩ বছর বয়সে লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকসে পড়তে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে সেখানে পড়াকালে মিডলসেক্স কাউন্টি ক্লাবে যোগ দেন। সেখানে ডেনিস কম্পটন ও বিল এডরিচদের মতো ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলেছেন। মিডলসেক্সের হয়ে তেমন সাফল্য না পেলেও ইংল্যান্ডের ক্লাব ক্রিকেটে অনেক রান করেছিলেন। হোর্নসি ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে ১৯৫৩ সালে ১৩৯.৬২ গড়ে ১৯ ইনিংসে ১১১৭ রান তাঁর।

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে পড়াশোনা শেষে লিংকনস বারে ব্যারিস্টারি পড়ার আমন্ত্রণ পান রুসি কুপার। ১৯৫৪ সালে ভারতে ফিরে এলেও আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলতে পারেননি। খেলার জন্য তাঁর চাকরিদাতা ছুটি দিতে রাজি হননি। তবে ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়ার (সিসিআই) হয়ে স্থানীয় টুর্নামেন্টে প্রচুর রান করেছেন। সিসিআই ভারতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্লাবগুলোর একটি। ইংল্যান্ডের যেমন মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি), ভারতেও তেমনি সিসিআই। ১৯৩৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯০ বছরে পা রাখার আগপর্যন্ত আইনজীবী হিসেবে সক্রিয় ছিলেন রুসি কুপার। বিশেষজ্ঞ ছিলেন সমুদ্র আইন বিষয়ে। তাঁর শেষ জীবনটা কেমন ছিল, এ নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে কিছুটা আলোকপাত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) আম্পায়ার মার্কাস কৌতো, '১২ জন সাবেক ক্রিকেটারকে নিয়ে রুসির একটি বন্ধুদের দল ছিল। ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁরা আড্ডা দিতেন। টিকে কন্ট্রাক্টরের মৃত্যুর পর সেই আড্ডাটা থেমে যায়। অন্যরা ছিলেন বিজয় মার্চেন্ট, আনন্দজি দোসা, নরি কন্ট্রাক্টর, বাপু নাদকার্নি, ফারুক বারুচা...। সেই সময়ের স্কুলছাত্র শচীন টেন্ডুলকার মাঝেমধ্যে ওদের আড্ডায় যেত মিষ্টি খেতে। পাশে দাঁড়িয়ে আমি ক্রিকেট নিয়ে তাঁদের পুরোনো দিনের গল্প শুনতাম।'

২০২৩ সালে বসবাসের জন্য বিশ্বের সেরা যেসব শহর

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ করোনা মহামারির স্থবিরতার পরে বিশ্বের অনেক শহরে জীবনযাত্রার মান আবার উন্নত হতে শুরু করেছে। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের বার্ষিক গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স অনুযায়ী, অনেক শহরে সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান গত ১৫ বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামোসহ নানা বিষয়কে সূচক ধরে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রতি বছর ১৭৩টি শহরের তালিকা তৈরি করে। বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ এবং কিয়েভের মতো শহরগুলিতে ক্রমাগত সংঘাতে নাগরিক অস্থিরতার মুখে সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীলতার স্কোর অনেকখানিই কমে গেছে। কিন্তু এরপরও মূলত এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে কোভিড বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ার পর সংস্কৃতি এবং পরিবেশের সূচকও উন্নত হয়েছে। কারণ, আবার নানা ধরনের ইভেন্টের আয়োজন শুরু হয়েছে।

যদিও উপাত্ত দিয়ে এসব শহর কতখানি বাসযোগ্য তার একটা ছবি তুলে ধরা যায়, কিন্তু এসব শহরে যারা দিনের পর দিন বসবাস করছেন তারাই ভাল বলতে পারবেন কেন শহরগুলো তাদের এত পছন্দের। চলতি বছরের সেরা ১০টি শহরের মধ্যে আমরা কয়েকটি শহরের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেছি। জানার চেষ্টা করেছি কেন তারা ঐ শহরগুলিকে বেছে নিয়েছেন।

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

বাসযোগ্যতার সূচকে এক নম্বর স্থান পাওয়া অস্ট্রিয়ার রাজধানীর জন্য মোটেই নতুন কোন ঘটনা না। শুধুমাত্র ২০২১ সালে কোভিড মহামারিতে এই শহরের যাদুঘর এবং রেস্তোরাঁগুলি বন্ধ থাকায় স্বল্প সময়ের জন্য ভিয়েনার অবস্থান নীচে নেমে গিয়েছিল। স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অবকাঠামোতে নিখুঁত স্কোর - সব মিলিয়ে ভিয়েনার আকর্ষণ সেরা, বলছেন এর বাসিন্দারা। এখানে আপনি আপনার জীবনের বৃত্তটি সম্পন্ন করতে পারবেন, ব্যাখ্যা করছিলেন ম্যানুয়েলা ফিলিপ্পো। তিনি দুটি মিশেলিনস্টার পাওয়া রেস্তোরাঁ কনস্ট্যান্টিন ফিলিপ্পো এবং এর কাছাকাছি ওয়াইন বারের ম্যানেজার। তার বিখ্যাত শেফ স্বামীর সাথে মিলে তিনি এই দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

ভিয়েনার সংরক্ষিত ঐতিহাসিক নিদর্শন, নির্ভরযোগ্য গণপরিবহন ব্যবস্থা, শিশুদের লালনপালনের সাশ্রয়ী ব্যয় এবং শহরের ক্যাফে, থিয়েটার ও এমনকি ওয়াইনারিগুলির সাথে সহজ যোগাযোগ - এসব নিয়ে ভিয়েনা সারা জীবনের জন্য থাকার মতো একটি জায়গা, বলছিলেন তিনি।

সেরা ১০ বাসযোগ্য শহর ঃ
ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক
মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া
ভ্যাঙ্কুভার, ক্যানাডা
জুরিখ, সুইটজারল্যান্ড
ক্যালগারি, ক্যানাডাজেনেভা, সুইটজারল্যান্ড
টরন্টো, ক্যানাডা
ওসাকা, জাপানঅকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড

কখনও কখনও আমরা যখন খুব বেশি কাজ করি এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অন্য কোথাও যেতে পারি না, তখনও কিন্তু আমার বেশি কিছু টের পাইনা। কারণ আমরা এই শহরের সীমানার মধ্যেই আমাদের সব চাহিদা মেটাতে পারি, বলছিলেন ম্যানুয়েলা ফিলিপ্পো।

হোটেল ডাস টিগ্রার বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের ম্যানেজার রিচার্ড ভসে'র মতে, শুধুমাত্র সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস আর নানা ধরনের অনুষ্ঠানের জন্যই ভিয়েনার বাসযোগ্যতা অনেক বেড়েছে।

ভিয়েনায় শোনব্রুন প্যালেস, হফবার্গ এবং ভিয়েনা সিটি হলসহ অনেকগুলো ঐতিহাসিক ভবন রয়েছে, তিনি বলেন। শহরটি তার সঙ্গীত ঐতিহ্যের জন্যও সুপরিচিত। মোৎসার্ট, বেঠোভেন এবং স্ট্রসের মতো বিখ্যাত সুরকাররা এই শহরে বসবাস এবং কাজ করেছেন।

মি. ভস বলছেন, অসংখ্য জাদুঘর, থিয়েটার এবং অপেরা হাউসের মাধ্যমে ভিয়েনার বাসিন্দারা সহজেই এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন।

এছাড়াও তিনি ভিনার স্নিটজল এবং জাকার্টর্টের মতো ঐতিহ্যবাহী খাবার চেখে দেখা এবং তাজা খাবার ও রান্নার স্থানীয় বিশেষত্ব উপভোগ করতে নাশমার্কটের মতো বিভিন্ন মার্কেটপ্লেস ঘুরে দেখার পরামর্শ দেন।

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ এবং মহামারির সময় দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন থাকার ফলে মেলবোর্ন এবং সিডনি - দুটি শহরের স্কোর একসময় নীচে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা আবার শীর্ষ ১০তালিকায় ফিরে এসেছে। (শহর দুটির র‍্যাঙ্কিং যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ)। বিশেষ করে মেলবোর্ন শহর সারা দেশের সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সূচকে সর্বোচ্চ স্কোর করেছে। এটি এমন বৈশিষ্ট্য যার জন্য শহরটির বাসিন্দারা খুবই গর্ব করেন।

মেলবোর্নে রয়েছে খাবারদাবারের অবিশ্বাস্য সুব্যবস্থা, শিল্পকলা, নানা ধরনের ইভেন্ট এবং অ্যাট্রাকশন। সেইসাথে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ফর্মুলা ওয়ান গ্রাঁ প্রি এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মতো আন্তর্জাতিক খেলা, বলছেন জেন মোরেল।

প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে তিনি একজন আন্দোলনকারী এবং কেয়ার সলিউশন নামে এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী।

মিজ মোরেল আরও জানান, মেলবোর্নে চলাফেরা করা বেশ সহজ, পুরো শহরে রয়েছে ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা, যাতে ওঠানামা করা খুব সহজ। আর সামান্য একটা পথ গাড়ি চালিয়ে গেলেই রয়েছে মেলবোর্নের বিশ্ববিখ্যাত সমুদ্র সৈকত এবং ওয়াইন প্রস্তুতকারী আঙ্গুরের বাগান। ব্লগার কিমি কনর মূলত এসেছেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। তিনি বলছেন, অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য, সমুদ্র সৈকত এবং অনেকগুলো আইকনিক বিল্ডিং থাকার কারণে সিডনির মতো শহরগুলি এমনিতেই সুন্দর। মেলবোর্ন শহরে তেমন কোনও ল্যান্ডমার্ক নেই, কিন্তু এটি হচ্ছে সংস্কৃতির শহর এবং এটা বুঝতে হলে আপনাকে একটু গভীরে যেতে হবে।

মেলবোর্নে জীবনের স্পন্দন আবিষ্কার করতে হলে আপনাকে গলির মধ্যে ছোট্ট একটি কফিশপে যেতে হবে, যেখানে সেরা স্বাদের কফি পরিবেশন করা হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষায়িত রেস্তোরাঁগুলিতে খাবারের স্বাদ পরখ করে দেখতে হবে এবং গোপন দরোজার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ককটেল বারগুলি খুঁজে বের করতে হবে।

কিমি কনর মনে করেন, সিডনির তুলনায় মেলবোর্নের লোকেরা অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ। জেন মোরেল শহরের বাসিন্দাদের এই ইতিবাচক মনোভাবকে একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যা শহরের জীবনযাত্রার মানকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

মেলবার্নিয়ানরা খুবই সহজ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ, বলছিলেন মিজ মোরেল। এমন কিছু নেই এবং এমন কেউ নেই যার চাহিদা এই দারুণ শহরটি পূরণ করে না।

ভ্যাঙ্কুভার, ক্যানাডা

(ক্যালগারি এবং টরন্টোসহ) তিনটি ক্যানাডিয়ান শহর এবছর বাসযোগ্যতার তালিকায় শীর্ষ ১০এ জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু উন্নত সংস্কৃতি এবং পরিবেশের স্কোরের কারণে ভ্যাঙ্কুভার সর্বোচ্চ (পাঁচ নম্বরে) স্থান পেয়েছে। এ দুটি এমন বৈশিষ্ট্য যার কারণে ভ্যাঙ্কুভারের প্রতি শহরটির বাসিন্দাদের রয়েছে অনেক ভালবাসা। ভ্যাঙ্কুভার থেকে অরণ্য, সমুদ্র এবং আকাশে যাওয়া খুবই সহজ, বলছিলেন টনি হো। তিনি ঐ শহরের একটি ছোটখাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। আমাদের গণপরিবহনে চড়ে কিংবা বাস, বাইক, ট্রেন এবং নৌকা ব্যবহার করে আপনি একই দিনে নয়নাভিরাম ইংলিশ বে থেকে শুরু করে গ্রাউস মাউন্টেনে শহরের সর্বোচ্চ পয়েন্টে যেতে পারবেন।

ভ্যাঙ্কুভারের বৈচিত্র্যময় সব খাবারও মি. হো'র খুব পছন্দ, যা শহরটির বহুসংস্কৃতির প্রতিফলন।

ইথিওপিয়ান ইনজেরা শুরু করে থেকে তিব্বতি মোমো পর্যন্ত সবই আপনি খুঁজে পাবেন এখানে। ভ্যাঙ্কুভারের খাদ্য সংস্কৃতি এবং সেগুলি ভাগ করে নেয়ার লোক দিন দিন বাড়ছে।

ছোট এক সন্তানের বাবা হিসেবে মি. হো শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ২০ মিনিটেরও কম দূরত্বের মধ্যে অসংখ্য পার্ক এবং সমুদ্র সৈকতের প্রশংসা করেন। এটি এমন কিছু যা আমি চাই আমার বাচ্চা তার বাকি জীবন ধরে উপভোগ করবে, বলছেন তিনি।

সহজ অভিবাসন নীতির সুবাদে নানা দেশের ব্যবসায়ীরাও এখন ভ্যাঙ্কুভারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

ক্রোয়েশিয়া থেকে আসা একজন উদ্যোক্তা ও অভিবাসী হিসাবে আমি এমন একটি শহর খুঁজছিলাম যেখানে একদিকে যেমন ব্যবসায়িক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হবে, অন্যদিকে শহরটি হবে প্রাণবন্ত এবং থাকবে বিদেশিদের গ্রহণ করার মানসিকতা, বলছিলেন মোবাইল প্ল্যাটফর্ম রকেটপ্ল্যানের মালিক জো টলজম্যান।

ব্যবসা করার জন্য ভ্যাঙ্কুভারের লোকেরা খুব ভাল। ব্যবসার প্রতিটি পদক্ষেপে আপনি কারও না কারও সাহায্য পাবেন এবং নানা ধরনের পরিষেবা নিতে পারবেন।

ব্যবসা বাণিজ্যের বাইরে, প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনাকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেবে। যখন আমার বিরতির প্রয়োজন হয় তখন একদিকে দেখা যায় সমুদ্র আর রাস্তার ওপারে দেখা যায় পাহাড়, মি. টলজম্যান যোগ করলেন।

ওসাকা, জাপান

বাসযোগ্যতার তালিকায় ১০তম অবস্থানে হলেও, শীর্ষ দশে পৌঁছানো এশিয়ার একমাত্র শহর ওসাকা কিন্তু স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার সূচকে নিখুঁত ১০০ স্কোর করেছে।

বিশ্বজুড়ে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক পরিবারের আয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, কিন্তু জীবনযাত্রার নিচু ব্যয় ওসাকার বাসিন্দাদের জন্য একটি বিশাল প্লাস।

জাপান এবং বিশ্বের অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় ওসাকার বাড়িভাড়া তেমন ব্যয়বহুল না, বলেছিলেন একজন বাসিন্দা শার্লি ঝাং, যিনি মূলত এসেছেন ভ্যাঙ্কুভার থেকে।

জল, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ ফিসহ আমার বাড়ি ভাড়া ক্যানাডিয়ান ডলারের হিসেবে মাস প্রতি প্রায় ৭০০ ডলার। অ্যাপার্টমেন্টটি ছোট হলেও এটি নতুন এবং বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। আপনি যদি ভ্যাঙ্কুভারে একই রকম একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিতেন, তাহলে খরচ পড়তো মাসে অন্তত ১২০০ ডলার।

হোটেল রেস্তোরাঁয় সস্তায় খাবারও ওসাকার বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়। শহরের বাসিন্দা জেমস হিলস বলেন, আমি ব্রিটেন থেকে এসেছি যেখানে ঘরের বাইরে খেতে গেলে পকেট থেকে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যায়। সেই তুলনায় ওসাকার মানসম্পন্ন রেস্তোরাঁগুলিতে আশ্চর্যজনক বাজেটবান্ধব দামে খাবার পরিবেশন করা হয়, বলছেন তিনি।

ওসাকায় আপনি প্রায় প্রতিদিনই রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু খাবার খেতে পারবেন। একই মাপের অন্য শহরগুলির তুলনায় ওসাকার বাসিন্দা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করেন। মাঝরাতে পায়ে হেঁটে একা বাড়িতে ফিরতে আমার মোটেও ভয় করে না, মিজ ঝাং বলেছিলেন। যদি চোখের আড়ালও হয়, তবুও তার ব্যাগ কিংবা পার্স চুরি যাওয়া নিয়ে কখনই তার কোন রকম দুশ্চিন্তা হয় না।

ওসাকার গণপরিবহন ব্যবস্থা বেশ নির্ভরযোগ্য। ওসাকা ট্যুরিজম ব্যুরোর মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ জোনাথন লুকাস বলেন, শহর এবং আশেপাশের এলাকায় রয়েছে রেল যোগাযোগের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। শহর থেকে দিনে দিনে বাইরে যাওয়া সহজ এবং কিয়োটো, নারা ও কোবের মতো শহরগুলি ঘুরে দেখা যায়।

অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড

ওসাকার সাথে তালিকায় যৌথভাবে রয়েছে অকল্যান্ড। গত বছর থেকে শহরটি ২৫টিরও বেশি ধাপ পেরিয়েছে।

শিক্ষা খাতে নিখুঁত স্কোরের পাশাপাশি, অন্যান্য শীর্ষ ১০টি শহরের মধ্যে সংস্কৃতি এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে অকল্যান্ড সর্বোচ্চ স্কোর করেছে। শহরটির বাসিন্দারাও একই কথা বলেন।

অকল্যান্ডে যারা থাকেন তাদের বেশিরভাগই মাত্র ২০ মিনিট গাড়ি চালিয়ে একটি সুন্দর নির্জন সমুদ্র সৈকতে চলে যেতে পারবেন, বলছিলেন শহরের একজন বাসিন্দা মেগান লরেন্স। তিনি মাই মোমেন্টস অ্যান্ড মেমোরিস শিরোনামে ব্লগ লেখেন।

আমাদের দোরগোড়ায় রয়েছে একটি অত্যাশ্চর্য জলজ বিশ্ব, এবং এটি উপভোগ করার জন্য রয়েছে অনেক সুব্যবস্থা। একইভাবে শহরটির চারপাশে রয়েছে দেশীয় গাছের জঙ্গল, যেখানে হারিয়ে গেলে মনেই থাকবে না যে আপনি কোনও শহরের কাছাকাছি আছেন। নিউজিল্যান্ডের বৃহত্তম শহর হিসাবে অকল্যান্ডের বাসিন্দারা অনেক বিশ্বমানের ইভেন্ট উপভোগ করেন। এর মধ্যে রয়েছে চলমান ২০২৩ ফিফা নারী বিশ্বকাপ ফুটবল।

অকল্যান্ডের বাসিন্দা এবং একটি ট্র্যাভেল কোম্পানির কর্মী গ্রেগ ম্যারেট বলেন, সেরা সব কনসার্ট, শো এবং খেলাধুলার ইভেন্ট আমরা আমাদের দোরগোড়ায় দেখতে পাই।

আগামী সপ্তাহে আমি অকল্যান্ড মিউজিয়ামে 'ফারাওদের সময় মিশর' নামের একটি শো দেখতে যাচ্ছি।

অকল্যান্ডের বিখ্যাত বন্দরের সৌন্দর্যের উপরও তিনি জোর দেন, যেখানে নোঙ্গর করে রয়েছে বহু ইয়ট এবং পালের নৌকা। এজন্য অকল্যান্ডকে দ্য সিটি অফ সেইলস নামে ডাকা হয়।

একই সাথে, যারা প্রথমবারের অকল্যান্ডে যাবেন তাদের তিনি শহরটির সামুদ্রিক ইতিহাস এবং নিউজিল্যান্ডের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে অকল্যান্ড ম্যারিটাইম মিউজিয়াম ঘুরে দেখার পরামর্শ দেন।

অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় একটি দেশ হিসেবে নিউজিল্যান্ড সারা বিশ্ব থেকে আসা খাবারের সাথে মানিয়ে নিয়েছে। তাই রেস্তোরাঁ এবং সুপারমার্কেটগুলিতে রয়েছে অনেক ধরনের অফার, বলছিলেন মিজ লরেন্স।

কিন্তু যা সত্যিই অকল্যান্ডকে বাসযোগ্য করে তুলেছে তা হলো মানুষের বন্ধুত্ব।

অধিকাংশ কিউইরা দয়ালু মানুষ, তারা অন্যকে সাহায্য করতে চান এবং আপনার সাথে পথে দেখা হলে তারা হাসিমুখে আপনাকে হ্যালো বলবেন, বলছিলেন তিনি। আমি পছন্দ করি তাদের দিলখোলা হাসি এবং কতটা খোলামেলাভাবে তারা অন্যকে হ্যালো বলেন।

টুকরো খবর

একই রাতে পরপর তিন বাড়িতে সিঁদ খুড়ে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ালো জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি। একই রাতে পরপর তিন বাড়িতে সিঁদ খুড়ে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ালো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সন্ন্যাসী পাড়া ও সরকারপাড়া এলাকায় । গতকাল রাতে সন্ন্যাসী পাড়ার দুই বাড়িতে ও সরকার পাড়ার এক বাড়িতে এমনই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে । সন্ন্যাসী পাড়ায় কলেন রায়ের বাড়ি ও সরকারপাড়ায় আলেফ হোসেন প্রামানিকের বাড়িতে সিঁদ খুড়লেও চোরের দল কিছু নিতে পারেনি। কিন্তু আলিফ হোসেন প্রামানিকের বাড়িতে কিছু মোবাইল ফোন ফেলে রেখে যায় চোরের দল । তবে সন্ন্যাসী পাড়ার অপর এক বাড়িতে অর্থাৎ লাবনী সরকার দের বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন ও নগদ ৩০ হাজার টাকা নিয়েছে চোরের দল বলে গৃহকর্তি লাবনী সরকার জানিয়েছেন। লাবনী সরকার বলেন রাত দুটোর দিকে কোন কিছুর শব্দ পেয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাড়িতে শীদ খুড়েছে । খোঁজাখুঁজি করে দেখি মোবাইল সহ ৩০০০০ টাকা এবং বাচ্চাকাচ্চাদের জামাকাপড় নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। সন্ন্যাসী পাড়ার ওপর গৃহকর্তী আলোবালা রায় বলেন আমাদের ঘরে সিদ খুড়লেও ঘর থেকে কিছু নিতে পারিনি। একই রাতে পর পর তিন বাড়িতে চুরির ঘটনায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন সিভিক ভলেণ্টিয়ার্স। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।

পথ দুর্ঘটনায় এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

মালদা ঃ পথ দুর্ঘটনায় এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। সেই পরিযায়ী শ্রমিক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। ভোটের আগে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাইক চালককে এসে ধাক্কা মারে একটি চারচাকা ও গাড়ি বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনা কি ঘটেছে মালদার মানিকচক ব্লকের নুরপুর অঞ্চলের সবজি পাড়ায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মান্নান মিয়া নামে বছর ২৫ এর এক যুবক রাস্তার ধারে বাইকের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ করে একটি চারচাকা গাড়ি এসে বাইককে সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই লুকিয়ে পড়েন মান্নান মিয়া। স্থানীয় ও পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মানিকচক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। গুরুতর আহত হওয়া য় মানিকচক হাসপাতাল থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতা পিজি হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয় মান্নান মিয়াকে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গতকাল হার মানেন মান্নান মিয়া। কলকাতা পিজি হাসপাতাল থেকে তার নিথর মৃতদেহ ফিরে আসে বুধবার সকাল নাগাদ নুরপুর গ্রামে। মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। তৃণমূল নেতা ইমরান হাসান সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত হন তাদের সহকর্মী পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

আদিবাসী গৃহবধূকে মারধরের ঘটনার নির্যাতিতা মহিলার সঙ্গে দেখা করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ আদিবাসী গৃহবধূকে মারধরের ঘটনার নির্যাতিতা মহিলার সঙ্গে দেখা করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। এদিন মহিলার সঙ্গে কথা বলে পাপিয়া ঘোষ বলেন এই ঘটনা সম্পূর্ন পারিবারিক, এতে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত, বাগডোগরার ভুজিয়াপানি এলাকায় এক আদিবাসী গৃহবধূকে সালিশি সভায় মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় নিন্দার ঝড় ওঠে। সেই ঘটনার খবর পেয়ে নির্যাতিতার সাথে দেখা করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর পাপিয়া ঘোষ বলেন মণিপুরের ঘটনা ঢাকার জন্য এই ধরণের অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি রাজনৈতিক দল। বাগডোগরার এই ঘটনার সঙ্গে মণিপুরে হওয়া ঘটনার কোনো মিল নেই। পারিবারিক বিবাদের জেরে নিজেদের মধ্যে মারধরের ঘটনা ঘটেছে।

বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক আইসিডিএস কর্মীর। ঘটনায় জখম এক শিশু সহ মোট দুইজন

উত্তর দিনাজপুর ঃ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার লাডুখোয়া এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। মৃত ওই মহিলার নাম কবিতা মন্ডল (৩০)। বাড়ি ইসলামপুর থানার গাইসাল ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দস্তোরা এলাকায়। জানা গিয়েছে এদিন বাড়ি থেকে গাইসাল ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্কুটি নিয়ে কাজে আসার পথে গোয়ালপোখর থানার লাডুখোয়া এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর পিছন দিক থেকে আসা একটি বাইক তাদের স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কবিতা মন্ডল নামে এক আইসিডিএস কর্মীর। এবং এই ঘটনায় জখম হয় এক শিশু সহ মোট দুইজন। ঘটনার পর ওই বাইক আরোহী বাইক ছেড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশে ডেঙ্গুর টিকা দেয়ার সিদ্ধান্ত কখন হবে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ডেঙ্গুর টিকা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, সেখানে কার্যকর ফলাফল পাওয়া গেলে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পেলেই বাংলাদেশে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন পরিচালক ডা. শাহাদাত হোসেন নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আপনারা জানেন, একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিছু দেশে এটি অনুমোদন পেয়েছে। সেই দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে, আমরা সাধারণত যখন ডব্লিউএইচও যখন

অনুমোদন দেয়, তারপরে আমরা শুরু করি। কিন্তু এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুর টিকার কার্যকারিতা নিয়ে নানা মহলে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চলছে।' 'সেই হিসাবে এটা যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের জন্য কার্যকরী হয়, সেই বিষয়টা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিবেচনাধীন আছে। ডব্লিউএইচও (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের যোগাযোগ আছে।' যুক্তরাষ্ট্রে গতবছর সানোফি এবং লুই পাস্তুর ইন্সটিটিউট মিলে ডেংভাক্সিয়া নামের একটি টিকার অনুমোদন দেয়া হয়। ফিলিপিন্স, পুয়ের্তো রিকো কয়েকটি দেশে এই টিকার প্রয়োগ করা।

'যুদ্ধ এবার রাশিয়ার দিকে যাচ্ছে' - মস্কোতে ড্রোন হামলার পর জেলেনস্কি

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ মস্কোতে এক ড্রোন হামলার পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যুদ্ধ এখন তাদের দিকে ফেরত যাচ্ছে। দুই দেশের চলমান এই যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার সীমানার ভেতরে আক্রমণ হওয়াকে 'স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও সম্পূর্ণ ন্যায্য' বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন মি. জেলেনস্কি।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে রবিবার তিনটি ইউক্রেনিয়ান ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি ড্রোন অফিস ভবনের ভেতরে পড়েছে।

এ ঘটনার জের ধরে শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ভ্নুকভো বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ড্রোন হামলার পর রবিবার পশ্চিম ইউক্রেনের ইভানোফ্রাংকিভস্ক শহর থেকে এক বার্তায় মি. জেলেনস্কি বলেন যে ইউক্রেন শক্তিশালী হচ্ছে। তথাকথিত 'বিশেষ সেনা অভিযানের আজ ৫২২তম দিন। রুশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভেবেছিল যে এই অভিযান সপ্তাহ দুয়েকের বেশি চলবে না। ধীরে ধীরে যুদ্ধ রাশিয়ার মাটিতে ফিরে যাচ্ছে। আর এটিই স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী এবং সম্পূর্ণ ন্যায্য, বলেন মি. জেলেনস্কি।

এর আগে রাশিয়ায় হামলা হলে কিয়েভকে সেগুলোর দায় নিতে দেখা যায় নি। এবার অনেকটা স্বভাববিরুদ্ধভাবেই এই হামলার কৃতিত্ব নিতে দেখা যাচ্ছে ইউক্রেনকে।

এই ধরণের ড্রোন হামলাকে রুশ জনসাধারণের কাছে বার্তা পাঠানোর একটি সুযোগ হিসেবেও দেখতে পারেন মি. জেলেনস্কি। রাশিয়ার জনগণের একটা বড় অংশ মনে করে যে ইউক্রেনে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

এই ড্রোন হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে মস্কোর কর্তৃপক্ষ।

শহরের মেয়র সার্গেই সোবইয়ানিন জানান যে দু'টি অফিস ভবনের সামনের দিক কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ছবি থেকে দেখা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু জানালা ভেঙ্গে গেছে। ভবনের দেয়ালের কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ে থাকতেও দেখা যায়।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের কাছে হামলার সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলছিলেন, আমরা একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনি, সেটি ছিল অনেকটা ঢেউয়ের মত। সবাই আমরা একসাথে লাফ দিয়ে উঠি।

তারপর সেখানে প্রচুর ধোঁয়া দেখতে পাই। প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। উপর থেকে শুধু আগুন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

ঘটনার পরপর ভ্নুকোভো বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। ওই বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল, এমন বিমানগুলোকে অন্য বিমানবন্দরের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইউক্রেন সীমান্ত থেকে ৫০০ কিলোমিটারের (৩১০ মাইল) মধ্যে অবস্থান মস্কো শহরের। গত ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়া সেনা অভিযান শুরু করার পর থেকে মস্কোতে হামলা হওয়ার মত ঘটনা খুব কমই ঘটেছে।

তবে গত কয়েকমাসে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে তারা মস্কোতে একাধিক ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল মে মাসে ক্রেমলিনে ড্রোন হামলার অভিযোগ। মস্কো শহরের কেন্দ্রে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে লক্ষ্য করে দু'টি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলে রুশ কর্তৃপক্ষ। ইউক্রেন অবশ্য প্রেসিডেন্ট পুতিনকে লক্ষ্য করে হামলা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন যে ক্রাইমিয়াতেও ইউক্রেন ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

সংবাদ সংস্থা টাস রুশ কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে খবর প্রকাশ করেছে যে ক্রাইমিয়ায় হামলা চালানো ১৬টি ড্রোন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ও ৯টি ড্রোন অকেজো করে দেয়া হয়েছে।

ওদিকে, ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ বলেছে যে ইউক্রেনের উত্তরপূর্বে সুমি শহরে রাশিয়ার মিসাইল হামলায় একজন মারা গেছে ও পাঁচজন আহত হয়েছেন।

এছাড়া শনিবার দক্ষিণের ঝাপোরিশা শহরে হামলায় আরো দুইজন মারা গেছে বলে দাবি করছে ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ।

এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন, তিনি ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দিচ্ছেন না।

সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে আফ্রিকান নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, আফ্রিকান এবং চীনা নেতাদের উদ্যোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

তবে মি. পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনের বাহিনী যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ কোন যুদ্ধবিরতি নয়।

প্রেসিডেন্ট পুতিন এই কথা বলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মস্কোতে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে।

শান্তি উদ্যোগের ব্যাপারে এর আগে ইউক্রেন এবং রাশিয়া উভয়েই বলেছিল কোন পূর্বশর্ত মেনে তারা আলোচনার টেবিলে যাবে না।

কিয়েভ বলেছে, তারা তাদের দেশের কোন অংশই রাশিয়াকে ছেড়ে দেবে না।

তবে মস্কো বলেছে, সীমানা নিয়ে নতুন বাস্তবতা ইউক্রেনকে মেনে নিতে হবে।

গত বছর ইউক্রেনে হামলা করার পর রাশিয়া এখন দেশটির দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চল দখল করে রেখেছে।

মস্কোতে ড্রোন হামলায় সাময়িকভাবে বিমানবন্দর বন্ধ

মস্কো (এজেন্সী) ঃ মস্কোতে এক ড্রোন হামলায় দুটি অফিস ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং একটি বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। রাশিয়া এই হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছে। মস্কোর শহর কেন্দ্রের পশ্চিমে ওডিন্টসোভো এলাকায় একটি ড্রোন গুলি করে ফেলে দেয়া হয়। অন্য দুটি ড্রোনকে বিকল করে দেয়া হলেও সেগুলো দুটি অফিস ভবনের ওপর গিয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

এই ড্রোন হামলায় এক ব্যক্তি আহত হয়েছে বলে খবর দিয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাস। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এই হামলার দায় স্বীকার করেননি।

মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন বলেন, দুটি অফিস ভবনের সামনের অংশের সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা যায় ভবন দুটির কোনায় কয়েকটি জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর ভাঙ্গা নীচে বিভিন্ন ভাঙ্গাচোরা জিনিস পড়ে আছে।

লিয়া নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়টার্স বার্তা সংস্থাকে জানিয়েছেন, তিনি সেখানে আগুন এবং ধোঁয়া দেখেছেন।

আমরা একটি বিস্ফোরণ শুনেছি। এরপর সবাই লাফ দিয়ে উঠেছিল। এরপর আমরা অনেক ধোঁয়া দেখতে পাই, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। উপর থেকে আমরা আগুন দেখতে পাই।

এই ড্রোন হামলার পর মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমের ভনুকোভো বিমানবন্দরে কিছুক্ষণ ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রাখা হয়। সেখানে নামতে আসা কিছু ফ্লাইট অন্যান্য বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, 'সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা' ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। রবিবার সকালের এই ড্রোন হামলার জন্য মস্কো ইউক্রেনকে দায়ী করেছে। মস্কোতে এর আগেও এরকম ড্রোন হামলা হয়েছে। তবে ইউক্রেন রাশিয়ার ভেতরে চালানো কোন হামলার দায় এখনো স্বীকার করেনি।

ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে মস্কোর দূরত্ব প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার। রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর মস্কোকে টার্গেট করে হামলার ঘটনা খুব বিরল।

তবে রাশিয়া অভিযোগ করছে, ইউক্রেন সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মস্কো সহ বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হামলা হয়েছিল গত মে মাসে। রাশিয়া দাবি করেছিল ইউক্রেন দুটি ড্রোন দিয়ে ক্রেমলিনে আক্রমণ চালায়। তবে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট পুতিনকে টার্গেট করে ক্রেমলিনে হামলা চালানোর কথা অস্বীকার করে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউক্রেন গতরাতে ক্রাইমিয়াতেও ড্রোন হামলা চালায়। রাশিয়া ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখল করে নিজেদের সীমানাভুক্ত করেছিল।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ১৬টি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে এবং আরও নয়টিকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। এদিকে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সুমি শহরে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক ব্যক্তি নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছে।

সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে আফ্রিকান নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, আফ্রিকান এবং চীনা নেতাদের উদ্যোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

তবে মি. পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনের বাহিনী যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ কোন যুদ্ধবিরতি নয়।

প্রেসিডেন্ট পুতিন এই কথা বলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মস্কোতে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে।

শান্তি উদ্যোগের ব্যাপারে এর আগে ইউক্রেন এবং রাশিয়া উভয়েই বলেছিল কোন পূর্বশর্ত মেনে তারা আলোচনার টেবিলে যাবে না।

কিয়েভ বলেছে, তারা তাদের দেশের কোন অংশই রাশিয়াকে ছেড়ে দেবে না। তবে মস্কো বলেছে, সীমানা নিয়ে নতুন বাস্তবতা ইউক্রেনকে মেনে নিতে হবে। গত বছর ইউক্রেনে হামলা করার পর রাশিয়া এখন দেশটির দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চল দখল করে রেখেছে।

হার অবধারিত জেনেও কেন মোদীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব?

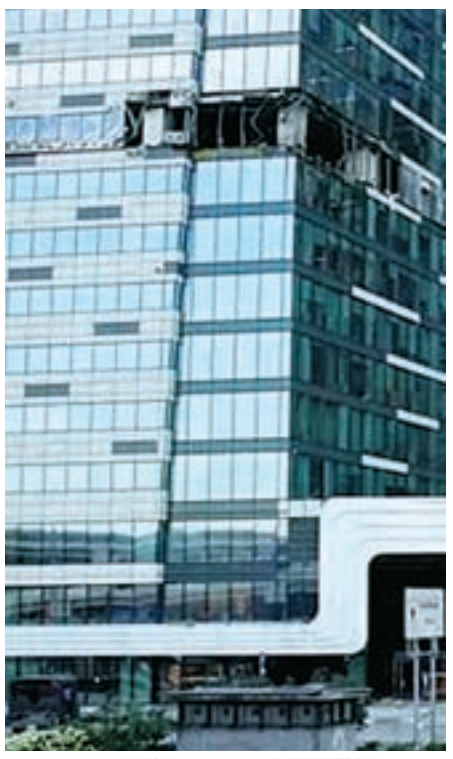

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বিরোধী জোট যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে, তার ওপর বিতর্কের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে। এতে সরকারের কোনও আশু বিপদের সম্ভাবনা না-থাকলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে এই পদক্ষেপকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের এমপি গৌরব গগৈ-এর আনা এই অনাস্থা প্রস্তাবটিতে অন্যান্য ইস্যুর পাশাপাশি মণিপুরের চলমান সহিংসতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশের ২৬টি বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া' এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছে, যদিও সভার ফ্লোরে সরকারকে হারানোর মতো শক্তি তাদের হাতে নেই।

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় দু'জন মনোনীতসহ যে মোট ৫৪৫জন এমপি আছেন, তার মধ্যে সরকার কম করে হলেও ৩৩২জনের সমর্থন পাবে ধরেই নেওয়া হচ্ছে। ফলে এই প্রস্তাবে কিছুতেই সরকারের পতন হচ্ছে না এটা নিশ্চিত।

অন্যতম বিরোধী দল আরজেডির এমপি মনোজ ঝা অবশ্য বলছেন, সংখ্যা আমাদের হাতে নেই এটা যেমন ঠিক, কিন্তু এটা আসলে কোনও নাম্বার গেমও নয়।

অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীকে অংশ নিতেই হবে, আর মণিপুর সঙ্কট নিয়ে তাঁকে পার্লামেন্টে মুখ খুলতে বাধ্য করাটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, বিবিসির কাছে মন্তব্য করেছেন মি ঝা। গত মে মাসের গোড়ায় মণিপুরে সংখ্যাগুরু মেইতেই আর সংখ্যালঘু কুকিদের মধ্যে রক্তাক্ত জাতি সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি নিয়ে মোটের ওপর নীরবই থেকেছে। দিনদশেক আগে মণিপুরে দুজন কুকি নারীকে নগ্ন করে ঘোরানোর ভিডিও সামনে আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিষয়টি নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খোলেন - তবে সেটাও ছিল পার্লামেন্টের বাইরে।

এই পরিস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সুবাদে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পার্লামেন্টে বক্তব্য দিতেই হবে - আর সেটাকেই একটা বড় সাফল্য বলে বিরোধীরা মনে করছেন।

তবে শাসক দল বিজেপি প্রকাশ্যে অন্তত বিরোধীদের আনা এই প্রস্তাবকে মোটেই গুরুত্ব দিতে রাজি নয়।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী মন্তব্য করেছেন, বিগত সরকারের আমলেও শেষ দিকে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন - কিন্তু দেশের মানুষ সেবার তাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। এবারেও যে দেবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই!

তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করছেন, যে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটির ফল জানাই আছে - তাকে ঘিরেও এতটা রাজনৈতিক আগ্রহ সাম্প্রতিককালে কখনোই দেখা যায়নি।

আর ঠিক সে কারণেই এই প্রস্তাবটি সংসদীয় গণতন্ত্রে আর পাঁচটি অনাস্থা প্রস্তাবের চেয়ে একেবারেই আলাদা বলে তাঁরা মনে করছেন।

অনাস্থা প্রস্তাবের ইতিহাস

১৯৫২ সালে ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় গৃহীত নিয়মাবলীতে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার অবকাশ রাখা হয়েছিল, যে প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে হেরে গেলে ওই সরকারকে বিদায় নিতে হবে।

তখন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে গেলে অন্তত ৩০জন এমপির সমর্থন জরুরি ছিল, এখন সেটাকেই বাড়িয়ে ৫০জন করা হয়েছে। তবে প্রথম দুটি লোকসভার মেয়াদে কোনও অনাস্থা প্রস্তাব আনাই হয়নি। এর পর থেকে স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে মোট ২৮বার বিরোধীরা ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন।

তবে এই ২৮টির মধ্যে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রেই তা সরকারের পতন ডেকে এনেছিল - আর সেটা ছিল ১৯৭৯ সালে মোরারজি দেশাই সরকারের ক্ষেত্রে। ওই প্রস্তাবটি এনেছিলেন কংগ্রেসের ওয়াই বি চবন। এছাড়া ১৯৯০র দশকে প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাও দু'দুবার বেশ অল্পের জন্য অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

একবার তো তিনি মাত্র ১৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার এমপিরা ঘুষ নিয়েছেন, এই অভিযোগে পরে তাদের জেলেও যেতে হয়েছিল। এবারের আগে ভারতীয় সংসদে শেষবারের মতো কোনও অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল ২০১৮ সালের ২০শে জুলাই। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশকে কেন 'বিশেষ মর্যাদা' দেওয়া হচ্ছে না, তার প্রতিবাদ জানাতে সেবার ওই প্রস্তাবটি এনেছিল তেলুগু দেশম পার্টি বা টিডিপি। অন্ধ্রের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ও টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু ওই ইস্যুতে তখন বিজেপি জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, এবং দেশের বেশ কতগুলো বিরোধী দল পার্লামেন্টে তাদের সমর্থনও করেছিল।

তবে পার্লামেন্টে বারো ঘন্টা ধরে চলা বিতর্কের শেষে নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই ভোটাভুটিতে জিতেছিল ১৯৯ ভোটের বিশাল ব্যবধানে। ভারতে অনেকেই অবশ্য সেই বিতর্ককে মনে রেখেছেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী বিতর্কে তাঁর ভাষণ শেষ করেই আচমকা ট্রেজারি বেঞ্চ অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন - যেটাকে অনেকেই পরে 'জাদু কি ঝাপ্পি' (ম্যাজিকের মতো আলিঙ্গন) বলে বর্ণনা করেছিলেন। রাহুল গান্ধী তখন বলেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর মনে যতই ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাক - তিনি সেই আলিঙ্গনের মাধ্যমেই তা দূর করে দেবেন।

এবারে কী হতে যাচ্ছে?

ঠিক পাঁচ বছর আগামী সপ্তাহে পার্লামেন্টে যখন আবার অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক শুরু হবে - প্রধানমন্ত্রীর আসনে নরেন্দ্র মোদী থাকলেও সভায় রাহুল গান্ধী কিন্তু থাকতে পারছেন না।

'মোদী' পদবীধারীদের অপমান করার অভিযোগে গুজরাটের একটি আদালতের রায়ের জেরে রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেছে মাসকয়েক আগেই।

দিল্লির সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক আরতি জেরাথ মনে করেন পার্লামেন্টে রাহুল গান্ধীর এই অনুপস্থিতিই এবারে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর বিতর্ককে একটা আলাদা মাত্রা দেবে। তাঁর কথায়, আমরা জানি রাহুল গান্ধীই হলেন নরেন্দ্র মোদীর প্রিয়তম 'পাঞ্চিং ব্যাগ'। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধেই সুবক্তা নরেন্দ্র মোদী তাঁর সেরা আক্রমণগুলো শানিয়েছেন।

বিজেপি এটাও জানে যে মোদী বনাম রাহুল, এই বাইনারিটাই তাদের এতদিন সবচেয়ে বেশি ফায়দা দিয়েছে। এখন পার্লামেন্টে নরেন্দ্র মোদী কীভাবে তাঁর সেই পরীক্ষিত ও সফল ফর্মুলাটা পাল্টান, সেটা অবশ্যই দেখার বিষয় হবে, বলছিলেন মিস জেরাথ।

এছাড়া যেভাবে একটি শিউড়ে ওঠার মতো পাশবিক ভিডিও ও সেখানে সরকারি উদাসীনতার অভিযোগ এবারের এই অনাস্থা প্রস্তাবটিকে 'ট্রিগার' করেছে, সেটাও একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

ভারতের বিরোধী শিবির ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবটি এনেছে - ফলে এবারের 'ব্যাটল-লাইন'টিও গতবারের তুলনায় অনেকটাই আলাদা।

এই জন্যই ফলাফল জানা থাকা সত্ত্বেও এই অনাস্থা প্রস্তাবটি জাতীয় বা এমন কী আন্তর্জাতিক স্তরে এতটা আগ্রহের সৃষ্টি করেছে বলে আরতি জেরাথের ধারণা।

তিনি বলছিলেন, আমি তো বলব এটা যত না সংখ্যার যুদ্ধ, তার চেয়ে বেশি ধারণার যুদ্ধ (পারসেপশন ব্যাটল)!

ভোটাভুটিতে অবশ্যই বিরোধীরা হারবেন। কিন্তু মণিপুরে যখন আজও আগুন জ্বলছে, তখন সভার ফ্লোরে এই বিতর্কটাই কিন্তু ঠিক করে দেবে সেই পারসেপশন ব্যাটলে সরকার না বিরোধীপক্ষ - কারা জিতছেন!